মূক-শিক্ষা।

(তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ।)

শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত

কলিকাতা, ৯নং কলেজ-স্কোয়ার হইতে
এম্, এম্, মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-যন্ত্রে, শ্রীনিবারণচন্দ্র

ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

বাগ্মীবর,

দেশ-হিতৈষী,

সন্তোষের ভূম্যধিকারী

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ রায়

চৌধুরী মহোদয়কে

সাদরে উৎসর্গ

করিলাম।
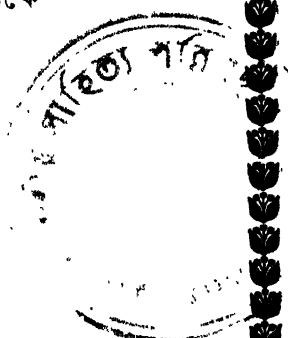
শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার।

১লা আশ্বিন, ১৩১০।

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রায় দ্বাদশ বর্ষেরও অধিক হইল আমি জনৈক মূক-বধির বালককে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে লিপ্ত হই। কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয় তখনও সংস্থাপিত হয় নাই; এবং পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মূক-বধিরগণের শিক্ষা-কল্পে নানা বিস্ময়কর উপায় উদ্ভাবিত হইলেও তৎসম্বন্ধে এদেশের লোকের কোনও জ্ঞান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এমতাবস্থায় বধিরগণের শিক্ষাকার্য্য এদেশে কিরূপ দুঃসাধ্য ও বিঘ্নসঙ্কুল ছিল সহজেই অনুমিত হইবে। যাহা হউক পাশ্চাত্য দেশবাসী বধিরগণের অদ্ভুত উন্নতির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া স্বদেশের বধিরগণের দুরবস্থা কথঞ্চিৎ প্রশমনের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কালক্রমে কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ের সূচনা হইলে আমি তৎকার্য্যে যোগদান করি এবং তদবধি বধিরগণের শিক্ষাকার্য্যে আমার সমুদয় সময় এবং ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া আসিয়াছি।

ইংরাজী ও ইয়োরোপীয় অন্যান্য ভাষায় মূক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে কত সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থই না প্রচারিত হইয়াছে! কিন্তু আমাদের দেশে এই দুই লক্ষ অব্যক্ত দুঃখপূর্ণ বধিরের বাসভূমি—ভারতবর্ষে—এ পর্য্যন্ত একখানা পুস্তকও প্রকাশিত হয় নাই; ইহা ভাবিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণে না গভীর দুঃখের সঞ্চার হইবে? যাহারা প্রাণের তীব্র যাতনা মুখে ফুটিয়া বলিতেও বঞ্চিত, সান্ত্বনার হৃদয়স্পর্শী মধুর ধ্বনি যাহাদের কর্ণ স্পর্শ করিতে পারে না—সেই মূক-বধিরগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের শিক্ষার জন্য আমি এই "মূক-শিক্ষা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিলাম। এই পুস্তকে কোনও হীনতা দৃষ্ট হইলে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি।

সমস্ত বঙ্গদেশে প্রায় সত্তর হাজার মূক-বধিরের মধ্যে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে কেবল ৩০।৩২টী বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বধিরগণের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা তৎসম্বন্ধে অনাস্থা নিবন্ধন অনেক স্থলে অভিভাবকগণ আপনাদিগের বধির সন্তানগণকে শিক্ষার সুখময় ফলে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আশা করি এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বধিরগণের শিক্ষা সম্ভাবনা সম্বন্ধে এদেশের লোকের চক্ষুরুন্মীলন হইবে।

স্কটলণ্ড নিবাসী শিক্ষিত বধির মিঃ ডবলিউ, এগনিউ এই পুস্তক সন্নিবিষ্ট কতকগুলি চিত্র আমাকে অর্দ্ধমূল্যে (১২ পাঃ) বিক্রয় করিয়াছেন ; ঐ অর্দ্ধমূল্যও আমি ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহাবদান্য লর্ড রোজবারির নিকট হইতে লাভ করিয়াছি ; কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ফিনলে কোম্পানীর প্রধান অংশী মিঃ আর, এইচ, সিনক্লেয়ার বিলাত হইতে ঐ চিত্রগুলি আনয়নের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। সদাশয় মহাত্মা মিঃ এগনিউর সবিশেষ উদ্যোগে ও ঐকান্তিক যত্নেই আমি অপর মহোদয় দ্বয়ের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছি, এই পুস্তক প্রণয়নে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা বয়েজ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক সদাশয় ব্যক্তি নানাপ্রকারে আমার সহায়তা করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর বিশেষ উৎসাহ ব্যতীত আমি "মূক-শিক্ষা" প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম না। ইহাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা-মূক-বধির-বিদ্যালয়।
১লা আশ্বিন, ১৩১০।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

—*—

মূক-বধিরের শিক্ষা এদেশে নূতন জিনিস। জন্ম-বধির হইলেই মূক হয়। ইহারা যে লেখাপড়া শিখিতে এবং কথা বলা অভ্যাস করিতে পারে, ইহা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকে অবগত নহেন: অথবা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের "মূক-শিক্ষা" বাঙ্গলা ভাষায় এই সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক। ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে মূক-বধিরগণ বাক্‌শক্তি বর্জ্জিত নহে, কেবল শ্রবণশক্তির অভাবেই ইহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। পরন্তু ইহাদের মেধা ও বিচারশক্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা হীন নহে, এবং উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে ইহারাও নানারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের ও দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছে, অনুসরণ করা প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিগত লোক-গণনা-বিবরণীতে দেখা যায়, এই বাঙ্গলা দেশে ৫৩,১৫৪ জন (৩২,৫০৯ পুরুষ, ২০,৬৪৫ স্ত্রী) মূক-বধির আছে। এই অর্দ্ধ লক্ষাধিক লোক অন্যের গলগ্রহ হইয়া ইতর জীবের ন্যায় নিতান্ত ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদের উন্নতিকল্পে মোহিনী বাবু অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া "মূক-শিক্ষা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আশা করা যায় ইহা পাঠ করিলে মূক-বধিরদের শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষিত লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ হইবে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী অনেকগুলি পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া বিস্তর রমণীয় চিত্রদ্বারা পুস্তকখানি বিশেষ নয়নরঞ্জন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে মূক-বধির বালক-বালিকাগণ গৃহে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

স্কটলণ্ড নিবাসী শিক্ষিত মূক-বধির যুবক মিঃ এগনিউ এবং উন্নতিশীল রাজনৈতিক দলের অন্যতম নেতা ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবারি, এই মহোদয়দ্বয় মোহিনী বাবুর এই সাধু উদ্যমে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন ; ফলতঃ ইহাঁদের সাহায্য লাভ না করিলে গ্রন্থকার কিছুতেই এই কার্য্য এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। ভরসা করি বিদেশীয় লোকের এই সৎদৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আমাদের দেশের সম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দুর্ভাগ্যদের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইবেন।

সন্তান জন্মিলে পিতামাতার কত আহ্লাদ। ছেলে কচিমুখে আধ আধ স্বরে "দা—দা," "বা—বা," "মা" ইত্যাদি মধুময় বাক্যে কোন দিন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিবে, পিতামাতা ব্যগ্র চিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু যথাকালে সন্তানের বাক্যস্ফূর্ত্তি না হইলে তাহাদিগের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়। চীৎকার করিয়া ডাকিলেও সন্তান তাহা অনুভব করিতে পারে না। স্নেহের সাদর সম্ভাষণ তাহার নিকট অর্থশূন্য। অন্যান্য ছেলেদের মত সেও হাসে, কাঁদে, ছুটাছুটি করে, কিন্তু কথা বলিতে পারে না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত সে একটী সাঙ্কেতিক ভাষার (Sign-language) আবিষ্কার করে, এবং তাহা দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অতি সাধারণ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ ভাষা দ্বারা মনের যথোচিত বিকাশ কোন মতেই সম্ভবপর নহে। পরন্তু তাহার আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহই এই অভিনব ভাষায় অভিজ্ঞ নহে। এইরূপে ক্রমে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়ে ; এবং জনতার ভিতরেও একাকী বাস করিতে থাকে। ইতর প্রাণীর ন্যায় সে খায়, বেড়ায়, ঘুমায় এবং ইহাই তাহার জীবন-লীলার পরিসীমা। মানুষ যদি প্রচলিত ভাষায় মনোভাবের আদান প্রদান করিতে না পারিল, তবে তাহার জীবনধারণ বৃথা।

আমরা শৈশবকালে যে ভাষা শুনিয়া থাকি সেই ভাষাই বলিতে শিখি। অতএব যে বধিরতা বশতঃ জন্মাবধি কোন ভাষাই শুনে নাই সে কোন ভাষাতেই কথা কহিতে শিখে না ; অর্থাৎ জন্ম-বধির হইলেই মূক হয়। তবে আবার বধির ও মূকগণ কিরূপে কথা বলিতে এবং অন্যের কথা বুঝিতে অভ্যাস করে ? বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার এই কথাটি যুক্তি, উদাহরণ ও সুন্দর সুন্দর চিত্র দ্বারা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে আমার কিছু লেখা সাধারণ ভাবে বাহুল্য বোধ হইলেও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক মনে হই-তেছে। আমরা সকলেই কথা বলি ; কিন্তু কি করিয়া কথা কহি, ফুস-ফুস যন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত বায়ু কি প্রকারে মুখ ও নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহির হইয়া কর্ণের প্রীতি ও বিরক্তি জন্মায়, ইহা লক্ষের মধ্যে একজনও জানেন কি না অথবা ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ।

মূক-বধিরগণ বাক্শক্তি হীন নহে। আজন্ম অথবা আশৈশব বধি-রতাই বাক্যস্ফূর্ত্তির একমাত্র অন্তরায়! পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে ইহাদের বাগ্‌যন্ত্র সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সুগঠন ও সবল। ইহারা কখনও কোন ভাষা শুনে নাই বলিয়া অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করে নাই। ইহাদের বাগিন্দ্রিয় চীৎকার, ক্রন্দন প্রভৃতি কতক গুলি অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত কোনও ব্যক্ত ভাষা প্রকাশে ব্যব-হৃত হয় নাই। তাহা বলিয়া ইহাদের যন্ত্রটী অকর্ম্মণ্য, ইহা কোনও ক্রমে ভাবা উচিত নহে।

ফুস ফুস হইতে নিষ্কাশিত বায়ু কণ্ঠনালীস্থিত বাক্‌তন্ত্রীর (vocal cords) গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শব্দ বায়ুর ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা যেমন কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় তেমন আবার স্পর্শজ্ঞান দ্বারাও অনুভূত হয়। কথা বলিবার সময় কণ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে নানারূপ শব্দের ক্রিয়া হইতেছে। মূক-বধিরগণ নিজের অঙ্গে এই ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করে। শিশুগণ যেমন একটী দুইটী করিয়া অনেক শব্দ ও ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বাক্য বলিতে শিখে, মূক-বধিরগণও ঠিক তাহাই করে। প্রথম "আম," "আতা", "মা," "বাবা" ইত্যাদি সহজ উচ্চার্য্য ও সহজ-বোধ্য শব্দ, ক্রমে "মা ভাত দাও," "আমি জল খাব" ইত্যাদি বাক্য। এই ত হইল ইহাদের কথা বলা শিখিবার প্রণালী ; কিন্তু ইহারা অন্যের কথা বুঝিবে কেমন করিয়া? ভাষা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উচ্চারণে জিহ্বা, ওষ্ঠ ইত্যাদি বাগিন্দ্রিয় এবং মুখমণ্ডল বিভিন্ন রূপ আকার ধারণ করে। যথা "পা" বলিতে সংযুক্ত অধরোষ্ঠকে বিশ্লেষ করিয়া মুখব্যাদান করি, কিন্তু "আম" বলিতে ঠিক উহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথম মুখব্যাদান করিয়া পরে অধরোষ্ঠকে সংযুক্ত করি। মূক-বধিরগণ বক্তার ওষ্ঠসঞ্চালন এবং মুখমণ্ডলের ভাব ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার উচ্চারিত শব্দাবলী এবং অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারে। ইহাকে ঠোঁট-পড়া (Lip-reading) বলা যাইতে পারে। দেখা যায়, মূকদিগের পক্ষে চক্ষুই শ্রবণ শক্তির কার্য্য করে। অতএব তাহাদের চক্ষু দুইটীকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হয় যে, তাহারা বক্তার মুখ-ভঙ্গির অতি সামান্য পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে পারে।

সকল মূক-বধিরই যে কথা বলা শিখিতে পারে এমন নহে, কারণ

সকলের বুদ্ধি সমান তীক্ষ্ণ নহে। কিন্তু যাহারা কথা শিখিতে না পারে, তাহারাও লেখা পড়া অভ্যাস করিতে সক্ষম। তাহারা লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে এবং পুস্তক পড়িয়া অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এতদূর শিক্ষা লাভ করিলেও তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

এই পুস্তকে ইউরোপ ও আমেরিকার কতিপয় শিক্ষিত বধিরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহাঁদের সামাজিক সম্মিলনের নিমিত্ত গোষ্ঠী (Club) আছে। গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইহাঁদের সভা সমিতি আছে। ইহাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালা (Church) আছে। সভা সমিতি ও ধর্ম্ম-শালায় সাধারণতঃ সাঙ্কেতিক ভাষা (Sign-language and Finger-spelling) দ্বারাই বক্তৃতাদি এবং ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়। সাধারণ লোকের ন্যায় ইহাঁরাও সমাজনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন।

প্রতিভাশালিনী কুমারী হেলেন কেলার সম্বন্ধে মোহিনী বাবু কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন। ইনি অন্ধ ও বধির। জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রধান সহায় চক্ষু ও কর্ণে তিনি বঞ্চিত। কিন্তু তাঁহার এমন অসাধারণ প্রতিভা যে কেবল মাত্র স্পর্শ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি অল্প বয়সে নানা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে নিউইয়র্ক নগরে ইহাঁর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমার দেখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল যে কুমারী কেলার চক্ষুকর্ণের অভাব সত্ত্বেও কেমন করিয়া কথা কহিতে এবং অন্যের কথা বুঝিতে পারেন। একখানা দীর্ঘ কোচে আমরা দুইজনে উপবেশন করিলাম। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহার করতলে অঙ্গুলী সঞ্চার করিয়া (Finger-

spelling *) আমার পরিচয় জানাইয়া দিলেন। তখন তিনি তাঁহার বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আমার কণ্ঠদেশে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী আমার ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে সংস্থাপন করিলেন। আমি কথা বলিতে লাগিলাম এবং তিনি স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে আমার কথা বুঝিয়া, কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। প্রথম আলাপের প্রায় ছয় মাস পরে ফিলাডেলফিয়া নগরে ইহাঁর সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি অঙ্গুলী সঞ্চারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বলুন দেখি আমি কে?" তিনি আমার হাতখানা একবার ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "Oh! You are Mr. Banerji of Calcutta" ধন্য এই রমনীর প্রতিভা! ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি!

ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের মূক-বধিরদের অবস্থা ভাবিলে নেত্র প্রান্তে বারি সঞ্চার হয়। আশা করি এক সময়ে আমাদের দেশের মূক-বধিরগণও উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মানুষোচিত জীবন যাপন করিবে। বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের মূক-শিক্ষা এই মহৎকার্য্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আশা করি। ভগবান্ করুন এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক।

শ্রীযামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* অঙ্গুলীর সাহায্যে ইংরাজী বর্ণমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এরূপ অঙ্গুলীসঞ্চালন দ্বারা বেশ আলাপ করা যায়।

উপক্রমণিকা।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফল স্বরূপ যে কত প্রকার অদ্ভুত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সকল বিষয় এক সময়ে মনুষ্যের নিকট অসম্ভব বা দৈবশক্তি সম্ভূত মনে হইত, আজ তাহা মনস্বী পণ্ডিতগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভাবে সম্ভব ও সাধারণ ব্যাপার রূপে পরিণত হইয়াছে। মূক-বধিরের শিক্ষাকে গত শতাব্দীর একটী বিশেষ আবিষ্কার বলিতে হইবে। ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মূক-বধিরগণ সমাজের বহির্ভূত বলিয়া উপেক্ষিত হইত। এখনও অনেক স্থান আছে, যেখানে তাহাদের দুঃখের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। তাহারা লোকালয়ে পশুর ন্যায় অতি ঘৃণিত ভাবে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। তথায় তাহারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া মনুষ্যের মধ্যে গণনীয় হইতেছে ও সমাজের নানা প্রকার হিতসাধন করিতেছে। আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বাস যে, মূক-বধিরগণ যদিও কোন কোন কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কথা বলা কি লেখাপড়া শিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব—এমন কি "বোবায় কথা কয়" এ কথা অসম্ভব ঘটনা সমূহের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ মূক-বধিরেরা অন্যান্য লোকের ন্যায় স্পষ্ট ব্যক্ত কথায় মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে এবং অন্যের কথা বুঝিতে পারে। সুসভ্য দেশে

মূক-বধিরেরা শিক্ষা প্রভাবে সংসারের যাবতীয় কার্য্যে শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভারতবর্ষে প্রায় দুই লক্ষ মূক-বধিরের বাস। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষার তেমন কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। যদিও বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁচটী মাত্র স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেশীয় লোকের তাহাতে বড় আস্থা দেখা যায় না। তুলনায় ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে মূক-বধিরের সংখ্যা অধিক, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তথাকার স্কুল, ছাত্র ও সে দেশে শিক্ষকের নিম্নলিখিত তালিকা * দেখিলে বুঝা যাইবে, সে দেশের লোকে মূক-বধিরদিগের শিক্ষার জন্য কি প্রকার যত্নবান।

	স্থানের নাম।	স্কুলের সংখ্যা।	শিক্ষকের সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।
আফ্রিকা	এলজিরিয়া	১	৩	৩৭
	ইজিপ্ট	১	২	৬
	কেপকলোনি	৪	৯	৭৭
	নেটাল	১	২	৭
	মোট	৭	১৬	১২৭
এসিয়া।	চায়না	৩	১০	৪৩
	ভারতবর্ষ	৫	১৫	১৪৮
	জাপান	৩	২৪	৩৩৭
	অষ্ট্রেলিয়া	৬	৪১	২৪২
	নিউজিলেণ্ড	১	৫	৫০
	মোট	১৮	৯৫	৮২০

* Collected from the International Report published by the Valta Bureau of Washington.

ইয়োরোপ।	অষ্ট্রীয়া	৩৮	২৭৭	২৩৩৯
	বেলজিয়ম	১২	১৮১	১২৬৫
	ডেন্মার্ক	৫	৫৭	৩৪৮
	ফ্রান্স	৭১	৫৯৮	৪০৯৮
	জার্ম্মেনি	৯৯	৭৯৮	৬৪৯৭
	গ্রেটব্রিটেন	৯৫	৪৬২	৪২২২
	ইটালী	৪৭	২৩৪	২৫১৯
	লাকসানবার্গ	১	৩	২২
	নিদারল্যাণ্ড	৩	৭৪	৪৭৩
	নরওয়ে	৫	৫১	৩০৯
	পর্টুগাল	২	৯	৬৪
	রুমেনিয়া	১	৩	৬৪
	রুষিয়া	৩৪	১১৮	১৭১৯
	সার্ভিয়া	২	২	২৬
	স্পেন	১১	৬০	৪৬২
	সুইডেন	৯	১২৪	৭২৬
	সুইজার্ল্যাণ্ড	১৪	৮৪	৬৫০
	মোট	৪৪৯	৩১৩৫	২৫৮০৩
উত্তর আমেরিকা।	কেনাডা	৭	১৩০	৭৬৮
	ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	১২৬	১৩৪৭	১০৯৪৬
	মোট	১৩৩	১৪৭৭	১১৭১৪

বঙ্গভাষায় মূক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও পুস্তকই লিখিত হয় নাই। ইংলণ্ড আমেরিকায় যদিও এসম্বন্ধে অনেক পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এদেশে পাওয়া সুদুর্লভ। এই জন্য মোটামুটি এই শিক্ষা প্রচলনের সামান্য ইতিহাস, মূক-বধিরের শিক্ষা-প্রণালী ও কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত (মূক) বধিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইল। এসম্বন্ধে বর্ণনীয় অনেক বিষয় থাকিলেও সেরূপ বিস্তৃত ভাবে লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে।

মূক-শিক্ষা

প্রথম খণ্ড।

ইতিহাস

আমাদের দেশে মূক-বধিরগণ বর্ত্তমান সময়ে যেমন মনুষ্য সমাজ হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি ঘৃণিত ভাবে জীবনযাপন করিতেছে, ইয়োরোপ আমেরিকাতে এক সময়ে ইহারা সেই প্রকার ঘৃণিত অবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিত। কি ঈশ্বর সম্বন্ধে, কি আত্মা সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে ইহাদের কোনই জ্ঞান ছিল না। তাহারা কথা বলিতে ও শুনিতে অক্ষম বলিয়া মনুষ্য সমাজের বহির্ভূত ছিল। এক্ষণে মূক-বধিরের সংখ্যা যেরূপ, সে সময়েও যে সেইরূপ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তক ব্যতীত অন্যত্র এই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই দেখা যায় না।

যাহা হউক, তাহাদের দুর্দ্দশার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মূক-বধিরগণ যে কেবল সমাজে ঘৃণিত হইয়া জীবনযাপন করিত, তাহা নহে। কোন কোন স্থানের লোকে মূক-বধিরদিগকে কষ্ট প্রদান করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করিয়া আপন সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিত। লাইকারগাস-ব্যবস্থার মধ্যে এই আদেশ ছিল যে, মূক-বধির সন্তানদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। সুসভ্য এথেন্স নগরে মূক-বধিরদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত। রোম নগরে মূক-বধিরদিগকে টাইবার নদে নিক্ষেপ করা হইত। এই প্রকার অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার বহুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ১।১টী মাত্র মূক-বধিরের কথা জানা যায় যে, তাহারা অতি সামান্যরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। প্লিনি (Pliny) সাহেব তাহার প্রাণিতত্ত্ব গ্রন্থে (Natural History) লিখিয়া গিয়াছেন যে, পেডিনস্ এবং আর একজন মূক-বধির চিত্র-বিদ্যায় কতকটা উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে এ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

মোজেজ্ (Moses)। প্রসিদ্ধ ইহুদী ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক মোজেজ মূক-বধিরদিগের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া যাহাতে তাহাদিগকে কেহ অনর্থক যন্ত্রণা দিতে না পারে, তদভিপ্রায়ে এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ধার্ম্মিক প্রবর সলোমন ও ইসায়া (Solomon and Messiah)। ইঁহারা মূক-বধির ও অন্ধদিগকে অনেক সহানুভূতিপূর্ণ স্বর্গীয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিয়া যান যে, কিছু দিন পরে যিশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া মূক-বধির ও অন্ধের উদ্ধারসাধন করিবেন। বাস্তবিক যথাসময়ে তাঁহাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

হিরোডোটাস (Herodotus)। গ্রীকগণের মধ্যে ইনিই

সর্ব্বপ্রথমে ৫৫৭ খৃঃ অব্দে মূক-বধিরদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

এরিষ্টটল্ (Aristotle)। বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল ৩৮৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অসীম পাণ্ডিত্য প্রভাবে তাঁহার মত বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সাধারণের উপর আধিপত্য করিয়াছিল। তিনি মূক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, মূক-বধিরগণ কখনই শিক্ষার অধিকারী নয়। শ্রবণশক্তির অভাবে কোন প্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মত মহা জ্ঞানী এই প্রকার অভিমত ব্যক্ত করায় মূক-বধিরের শিক্ষা তৎকালীন জনসাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ডাঃ হিপোক্রোটাস্ (Heppocrotes)। ডাঃ হিপোক্রোটাসই সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঔষধাদি প্রস্তুত করেন। এথেন্স, পেলো প্রভৃতি স্থানে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা অত্যন্ত সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ৩৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি স্বরচিত পেরি সার্কান নামক গ্রন্থে মূক-বধির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা শব্দোচ্চারণ হয়, কণ্ঠ দ্বারা আহত এবং তালু ও দন্ত দ্বারা প্রতিহত না হইলে কোন শব্দই স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। প্রতিবারে জিহ্বার আঘাত দ্বারা শব্দ উত্থিত না হইলে মনুষ্য কখনই স্পষ্টরূপে কথা কহিতে সমর্থ হইত না। কেবল মাত্র একটা স্বাভাবিক অব্যক্তধ্বনি করিত। আজন্ম মূক-বধিরই ইহার প্রমাণ। কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহা না জানায় তাহারা কথা কহিতে পারে না।

যিশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ)। খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মূক-বধিরদিগের প্রতি অত্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার হইতেছিল। তাঁহার

প্রচারিত ভ্রাতৃপ্রেম জগতে পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাদের প্রতি এই প্রকার কঠোর ব্যবহার তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি দিয়া এবং মূকদিগকে কথা বলিবার শক্তি প্রদান করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সেণ্ট মার্ক লিখিয়া গিয়াছেন ;—যিশু জগতের ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ যখন দেশ-ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে কয়েকজন লোক একটী মূক-বধিরকে যিশুর নিকট আনিল এবং তাঁহাকে ঐ মূক-বধিরের গায় হস্তার্পণ করিবার

জন্য অনুরোধ করিল। তিনি তাহাকে জনতা হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার কর্ণ ও জিহ্বা স্পর্শ করিয়া স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন 'উদ্‌ঘাটিত হউক' (Ephphatha)। তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রবণশক্তির বিকাশ হইল এবং জিহ্বার জড়তা দূর হইল। তখন হইতেই সে রীতিমত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। যীশু যে প্রকার আশ্চর্য্য উপায়ে মূক-বধিরদিগকে আরোগ্য করিতেন, তাহা

অতিশয় বিস্ময়কর। এই প্রকার ঘটনা হইতেই মূক-বধিরের শিক্ষার কথা লোকের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষার তেমন কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। তবে সেই সময় হইতেই তাহাদের প্রতি অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল। ৮ম শতাব্দী হইতে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়।

সেণ্ট জন বিভার্লি (St. John of Beverley)। প্রথমতঃ মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে চেষ্টা করা হয়, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক বিড্ সাহেবের ৭৩১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত "অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা কথা বলা" (Speaking with the Fingers) নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, হেকসমের বিশপ্ সেণ্ট জন বিভার্লি ৬৮৫ খৃঃ অব্দে একজন মূক-বধিরকে শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

জেরোম কার্ডান (Jerome Cardan)। জন বিভার্লির পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য কেহ কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তবে কোন কোন ইতিহাসে অতি সামান্যরূপে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। বহুদিন পরে ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জেরোম কার্ডান মূক-বধিরের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য বহু যত্ন ও পরিশ্রম করেন। বহু চিন্তা ও বহু ক্লেশের পর ১৫৮৫খৃঃ অব্দে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মূক-বধিরদের শিক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও উহা অসম্ভব নহে। যদিও তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই কিন্তু তিনি উহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুগামীদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। এবং তাঁহারই উপদেশে ও চেষ্টায় অনেক উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকের উপলব্ধি হইয়াছিল যে মূক-বধিরদের শিক্ষা অসম্ভব কথা নয়।

ডন্ পেড্রো পঞ্চ ডি লিয়ন (Don Pedro Ponce de Leon)। পেড্রো পঞ্চ ডি লিয়নের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না, ইনি একজন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ইনি জেরোম কার্ডানের পথানুসরণ করিয়া স্পেন দেশীয় কোন ভদ্র পরিবারস্থ কয়েক-জন মূক-বধিরকে শিক্ষাদান করিয়া অনেকটা উন্নতি দেখাইয়াছিলেন।

ডি জিওভেনি বোনিফেসিও (D. Giovanni Bonifaccio) বোনিফেসিও ভাইসেঞ্জা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোনিফেসিও ইহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে "সাঙ্কেতিক বিদ্যা" (The Art of Signs) নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের কেবলমাত্র একখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নে একটুকু উদ্ধৃত করা গেল।

সঙ্কেত	অর্থ
এক পদে দণ্ডায়মান। (Stand on a foot)	চঞ্চলতা। (Vacillation)
লম্ফ প্রদান। (Leap)	আনন্দ চিহ্ন। (Sign of Joy)
ভূমিতে দৃঢ়ভাবে পদ স্থাপন। (To place the feet firmly on the ground)	স্থিরতার চিহ্ন। (A sign of Stability)
পদ দর্শন। (To tread upon the feet)	জয়ের কার্য্য। (An act of conquest)
নগ্নপদ হওয়া। (To be bare-footed)	অতি দুঃখের চিহ্ন। (A sign of great sorrow)

সঙ্কেত	অর্থ
এক পদের উপর অন্য পদ স্থাপন। (One foot above the other)	বিশ্রাম চিহ্ন। (A sign of repose)

যোয়ান পেব্লো বনেট (Juan Pablo Bonet)। উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশের অত্যল্পকাল পরেই স্পেন দেশীয় ধর্ম্মযাজক যোয়ান পেব্লো বনেট এই কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি এই শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। বনেট মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য এক হাতের অঙ্গুলি-দ্বারা বর্ণমালা গঠনপ্রণালী (Single-handed letter) আবিষ্কার করেন। তিনি এ সম্বন্ধে ১৬২০ খৃঃ অব্দে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে (H. M. Dixon) এইচ, এম, ডিক্সন স্পেন দেশীয় ভাষা হইতে উক্ত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ইংলণ্ডে প্রকাশ করেন। বনেটের মূল গ্রন্থের একখণ্ড লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও অন্য একখণ্ড প্যারিসের ন্যাশনেল ইনষ্টিটিউসনে (National Inst.) আছে।

জিন রডল্ফ কেমেনেরিয়াস (Jean Rudolph Camenarrius)। কেমেনেরিয়াস একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার ছিলেন। ১৬২৪ খৃঃ অব্দে তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। যদিও উহাতে তিনি মূক-বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ওলন্দাজ ধর্ম্মযাজক (A Dutch Pastor of Delft)। ডেল্ফ সহরে একজন ওলন্দাজ ধর্ম্মযাজক ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে ভাষাশিক্ষা (Art of Speech) নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, ইনিই ওলন্দাজদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মূক-বধিরের শিক্ষা

সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জান যায় না।

ডাঃ জন্ বালওয়ের (Dr. John Bulwer)। জন্ বালওয়ের ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে মূক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে দুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একখানির নাম চিরলজিয়া (Chirolgia) অর্থাৎ হস্তসঙ্কেতে দ্বারা ভাষা-প্রকাশ-বিদ্যা, অন্য খানির নাম চিরনমিয়া (Chironomia) অর্থাৎ হস্ত বা অঙ্গুলি দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার বিদ্যা। ইহার পর ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে মূক-বধির বন্ধু (Philocophus) নামক আর এক-খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থেও তিনি সাঙ্কেতিক উপায়ে মূক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সাঙ্কেতিক উপায়ে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বালওয়ের যদিও মূক-বধিরদিগকে সাঙ্কেতিক উপায়ে শিক্ষা দিতেই ভাল বাসি-তেন, কিন্তু তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে রীতিমত কথা কহিতে পারে, ইহাও তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ জন্ ওয়ালিস্ (Doctor John Wallis)। অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক। ইংলণ্ডে তিনি সর্ব্বপ্রথমে মূক-বধির-দিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে দুইটি মূক-বধিরকে বাক্য-কথন শিখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলে, এবং এই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

জন্ ব্যাপটিষ্ট ভান হেলমাট্ (John Baptist Van Helmot)। হেলমাট ব্রাসেল্‌স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হিব্রু বর্ণমালা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং উক্ত বর্ণমালার প্রতিকৃতির সহিত উহাদের উচ্চারণকালীন জিহ্বা সঞ্চালনের সাদৃশ্য আছে দেখা-

ইয়া দেন। তিনি মনুষ্যের মুখ ও জিহ্বা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া স্থির করেন, জন্ম-বধিরগণ অন্যের কথা বুঝিতে ও নিজে ব্যক্ত-ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

জর্জ্জ সাইলেচ কোটা, পেরি ডি কাচটার (George Silescota, Pierre de Castor)। সাইলেচ কোটা ১৬৭০ খৃঃ অব্দে মূক-বধিরের কথোপকথন (The Deaf & Dumb man's Discourse) নামক একখানি পুস্তক লেখেন। ঠিক সেই সময়ে ব্রেসিয়া নগরের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ডি, কাচটার মূক-বধিরের সম্বন্ধে (The Master Art) একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং তিনি একজন মূক-বধিরকে শিক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে মূক-বধির শিক্ষক (Deaf mutes Preceptor) নামক আর একখানি বই লেখেন।

জন্ কনর্যাড এমেন (John Conrad Amman)। জন্ কন্র্যাড এমেন সুইজারল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক; তিনি হারলেম নামক নগরে ১৬৯১ খৃঃ অব্দে মূক-বধিরদিগকে প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৬৯২ খৃঃ অব্দে তিনি মূক-বধিরের কথা বলা সম্বন্ধে (Surdus Soquens) একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। আবার ১৭০০ খৃঃ অব্দে ঐ পুস্তকে আরও প্রয়োজনীয় অনেকগুলি কথা সংযোগে উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উহা অন্য নামে (Dissertatio De Laquela) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

জেকব রোড্রিগেচ পেরিরা (Jacob Rodrigues Pareira)। পেরিরা স্পেন দেশে এক ইহুদি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কোন বিশেষ কারণে তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া বোরদো

(Bordeaux) নামক স্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার একটী মূক-বধির ভগিনী ছিল। প্রথমেই তাহাকে শিক্ষা দিয়া তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তৎপরে আরও কয়েকটীকে শিক্ষা-দান করেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে দুইটী ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া ফরাসী বিজ্ঞান সভা (French Academy of Sciences) নামক বিদ্যালয়ে গমন করেন, এবং ছাত্রদের শিক্ষোন্নতি দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করেন। এই সময় হইতেই তিনি অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পেরিরার নিকট কাহারও শিক্ষালাভ করিতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক হইত। এই জন্য এই শিক্ষা কেবল ধনী লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি মূক-বধির শিক্ষার কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ গোপন রাখিতেন। এই জন্যই তাঁহার কার্য্যকলাপ মূক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন স্থায়ী ফলোৎপাদন করে নাই।

স্কুল সংস্থাপন।

বহুদিন হইতেই অনেক মহাত্মা মূক-বধিরদের শিক্ষার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই প্রায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় কেহই কাহাকে শিক্ষা-প্রণালী শিখাইয়া যান নাই, এই জন্যই উক্ত মহাত্মাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মিঃ পেরিরার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তিনজন মহানুভব ব্যক্তি মূক-বধিরের শিক্ষাকার্য্যে বিশেষভাবে লিপ্ত হন। ইহাঁরা তিন জনেই প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই সাধারণের জন্য স্কুল সংস্থাপন করিয়া মূক-বধির শিক্ষার

পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই তিনজন মহাত্মা তিন প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য সুনিয়মিত স্কুল সংস্থাপন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

আবে ডিলাপে (Abbe de L' Epee)। ইনি ১৭১২ খৃঃ অব্দে প্যারিসের অন্তর্গত ভারসেইনি নামক স্থানে ২৫এ নভেম্বর অতি উচ্চ ও সম্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও দয়ালু লোক বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ডিলাপের এই প্রকার গুণের পরিচয় পাইয়া তত্রত্য ধর্ম্ম-যাজকগণ তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি প্যারিসের রাজপথে একাকী

ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা ঘোড়া তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি পথের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন, দুইটী বালিকা পথের উপরে বসিয়া হৃষ্টমনে খেলা করিতেছে। ঘোড়া যখন অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখনও তাহারা সেখানে নির্ভয়ে খেলা করিতেছে দেখিয়া তিনি দৌড়াইয়া বালিকা দুটাকে সরাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখনি ঘোড়ার পদতলে পেষিত হইয়া যাইতেছিলে, তবু সরিয়া যাও নাই কেন?" ডিলাপের কথায় তাহারা কোনই উত্তর করিল না

দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথা বলিল না, কেবল সঙ্কেত দ্বারা কৃতজ্ঞতা জানাইল এবং মুখ ও কর্ণ দেখাইয়া অতি দুঃখিতভাবে আপনাদিগকে মূক-বধির বলিয়া প্রকাশ করিল। ডিলাপে তাহাদের কোন সঙ্কেতই বুঝিলেন না, কেবল যে তাহারা মূক-বধির ইহাই বুঝিলেন। বালিকা দুইটী তাহাদের মনোগত ভাব বুঝাইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ডিলাপের প্রাণে তাহাদের দুঃখে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি তখনই মনে মনে তাহাদের শিক্ষার উপায় বিধানের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে তাহার বয়স ২০ বৎসর। ডিলাপে অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং ঐ বালিকা দুইটীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তিনি ইহাদের সুশিক্ষা হইতে পারে স্থির করিয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে প্যারিস নগরে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দেখাইতেন এবং সাঙ্কেতিক উপায়ে শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি কতকটা কৃতকার্য্য হইলেও লোকের তেমন কোনও সহানুভূতি পান নাই। অতি কষ্টে তাঁহাকে স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া উহার প্রায় সমস্ত আয়ই মূক-বধির বালক বালিকাদের জন্য ব্যয় করিতেন। ডিলাপে ৭০ বৎসর বয়সের সময় ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ১৩ই নভেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ প্যারিসের মূক-বধির বিদ্যালয়ের সম্মুখে ও ভারসেইলিস্ নামক স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার জন্মদিনে তথায় প্রতি বর্ষে ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

সেমুয়েল হাইনিকা (Samuel Heinicke)। হাইনিকা

১৭১৩ খৃঃ অব্দে ন্যাণ্টজুচিলী (Nantzochiily) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাঁহার পিতা সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি হাইনিকাকে বিদ্যানুশীলনে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার পাঠের কোনই ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া আপন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হাইনিকা সাতিশয় মনোকষ্টে ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষপূর্ণ ছিল। এই কার্য্যে থাকিয়া লেখাপড়ার কোনই সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তিনি পদাতিক সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; এখানে থাকিয়া অবসর মত নানাবিধ গ্রন্থপাঠ করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে যথেষ্ট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া উন্নতিলাভ করিলেন। পরে ঐ কাজ পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি আরও পড়িবার সুবিধা পাইয়া বিদ্বান লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কোনও ঘটনায় হঠাৎ মূক-বধিরদিগের শিক্ষা দিবার বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে হাইনিকা ড্রেসডেন নগরে প্রথমে দুইটি মূক-বধিরকে মৌখিক প্রণালী (Oral Method) অবলম্বনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; ইনিই এই মৌখিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের আবিষ্কর্ত্তা। অতি অল্পকাল মধ্যে ঐ দুইটি বালক অনেকটা উন্নতিলাভ করিল এবং সাধারণ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। হাইনিকা ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে লিপজিক নগরে এক প্রকাশ্য স্কুল সংস্থাপন করেন। জার্ম্মেণীতে ইহাই সর্ব্ব প্রথম স্কুল। হাইনিকা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী সাধারণের নিকট গোপন রাখিতেন। কিন্তু শেষে তিনি সে উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেকে বলেন তাঁহার এই প্রকার সঙ্কীর্ণতা না থাকিলে

শিক্ষাকার্য্য শীঘ্রই আরও বিস্তৃত হইত। তিনি ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

টমাস ব্রেইডউড (Thomas Braidwood)। ব্রেইড উডের বাল্যকালের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। তিনি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এডিনবরা নগরে উপরোক্ত প্রণালীদ্বয়ের মিশ্রণে নূতন প্রণালী অবলম্বনে একটী মূক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে লণ্ডন সহরের নিকটবর্ত্তী হেকনিগ্রামে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যোসেপ ওয়াটসন (Joseph Watson) এই কার্য্যে যোগদান করেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে উভয়ে মিলিত হইয়া লণ্ডন সহরে ৬ জন ছাত্র লইয়া দি ওল্ড কোর্ট রোড ইনষ্টিটিউসন নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ব্রেইড উড স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং দিন দিন স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই মূক-বধিরের শিক্ষা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়।

এক্ষণে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য প্রদেশেই অনেক স্কুল, কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে অনেক সৎকার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মূক-বধিরদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিগত শতাব্দী সকলের স্মৃতিপথে অঙ্কিত থাকিবে!

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, মূক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকার রাজকোষ হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য অসংখ্য অর্থব্যয় হইয়া থাকে। সেখানে সাধারণ নিয়মানুসারে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রত্যেক পিতা মাতা যেমন বাধ্য, মূক-বধির-দের সম্বন্ধেও সেই আদেশ পালনে তেমনি বাধ্য। আমেরিকায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে এইচ, গ্যালোডেট (H. Gallaudet) সাহেব প্রথম স্কুল

সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার পুত্র ডাঃ ই, এম্, গ্যালোডেট্ (Doctor E. M. Gallaudet) মূক-বধিরদের জন্য ওয়াসিংটন নগরে এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখান হইতে প্রতি বৎসর অনেক বধির এম, এ,. বি, এ. উপাধিপ্রাপ্ত হইতেছেন।
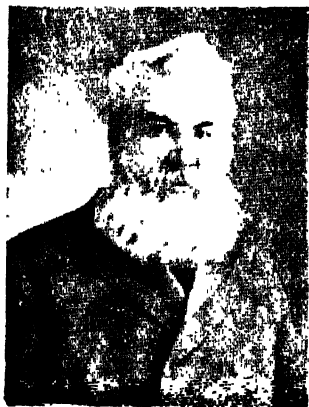
টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ গ্রেহাম বেল (Dr. Graham Bell) ডাঃ বেল একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক; তাঁহার এই উন্নতির মূল কারণ মূক-বধির শিক্ষা। ডাঃ বেল স্কটলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাতে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ডাঃ বেল মূক-বধির স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আমেরিকাতে আসেন, এবং তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি যে কি প্রকারে টেলিফোনের সৃষ্টি করেন, তাহার ইতিহাস শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বায়ুর কম্পন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তাহা শুনিতে পাই। কিন্তু বধিরেরা উহা শুনিতে পায় না, যদি ঐ কম্পন দর্শনেন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন হয়, তবে বধিরেরা অক্লেশেই কথা কহিতে পারিবে; এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে ডাঃ বেল বহুচেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য সফল হইল না বটে, কিন্তু এই উদ্যমের ফলে টেলিফোনের উদ্ভাবন হইল; আমরা এক্ষণে এই টেলিফোনের সাহায্যে কত প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। ডাঃ বেলের স্ত্রী একজন বধির, তিনি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছেন; এবং

রীতিমত কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন। ডাঃ বেল বলেন "মিসেস বেল দ্বারা আমার অনেক গুরুতর কার্য্যের প্রচুর সহায়তা হইতেছে।"

ভারতবর্ষে মূক-বধির শিক্ষা।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বাক্‌শক্তিহীন অসহায় বধির-দিগের শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে, ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত তাহার শতাংশের একাংশ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

খৃষ্টান মিসনরিগণই সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করেন। তৎপর গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় লোকদের ভিতরে নানাপ্রকার শিক্ষা বিস্তা-রের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী মাত্রই চিরকাল সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ রাখিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদৌ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, বঙ্গের মাননীয় ছোটলাট সার রিভার্স টমসন (Sir Rivers Thomson) বাহাদুর স্থানীয় লোকের সহায়তায় কলিকাতা মহানগরীতে মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই মহতী ইচ্ছা, সেই সাধু ও সৎ সঙ্কল্প ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, সুপ্রসিদ্ধ অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও কতিপয় স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু যথোপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত এবং সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় তাঁহার এই মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই, মনের সঙ্কল্প মনের মধ্যে লয় হইয়া যায়।

বোম্বাই নগরীতে মূক-বধির বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষে বোম্বাই প্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক মাননীয় ডাঃ লিউ মিউরিণ (Dr. Leo Meurin) মূক-বধিরদিগের শিক্ষার চেষ্টা করেন, এবং কেবলমাত্র তাঁহারই চেষ্টা ও উদ্যোগে বোম্বাই নগরীতে মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ডাঃ লিউ মিউরিণ উহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি এই মাত্র জানিতেন যে, উহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রাখিয়া

শিক্ষা দিতে পারিলে, সাধারণ ছাত্রদের মত শিক্ষালাভ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য উহারা সুসম্পন্ন করিতে পারে; মাননীয় ডাঃ মিউরিণ মূক-বধিরের দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া উহাদিগের দুঃখ ও যন্ত্রনা অপনোদনের জন্য একদিকে একটা স্কুল সংস্থাপনোদ্দেশ্যে বিলাত হইতে একজন শিক্ষক আনাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে নিজ বাড়ীতে দুইটা মূক-বধির বালককেও শিক্ষাদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তত্রত্য গবর্ণর বাহাদুরের নিকট একটা স্কুল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সরকারী সাহায্যের আবেদন করিলেন, এবং গবর্ণর বাহাদুরও তাঁহার এই প্রস্তাব সন্তুষ্ট চিত্তে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়া বিশেষ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি আয়র্লণ্ড হইতে টি, এ, ওয়াল্‌স্ (T. A. Walsh) সাহেবকে মূক-বধিরদিগের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়া বোম্বাই নগরীতে আনয়ন করেন এবং

তাঁহার ঐ দুইটী ছাত্র লইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে ও উৎসাহে দিন দিন ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতে থাকে। অধুনা উপযুক্ত শিক্ষকদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিদ্যালয়ে অনেক বালক রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছে। মাননীয় ধর্ম্মযাজক ডাঃ লিউ মিউরিণই ভারতবর্ষে মূক-বধির শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক এবং তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গদেশে মূক-বধির শিক্ষা।

বোম্বাই নগরীতে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তদ্দারা বঙ্গদেশে মূক-বধির শিক্ষা প্রচারের বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই। অনেকের নিকটেই উহা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এখনও অনেক লোকের বিশ্বাস, মূক-বধিরগণ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে না, এবং প্রায়ই তাঁহারা সংসারের কোন উপকারে আসে না, আজীবন এই ভাবে কাল কাটাইয়া জীবলীলা শেষ করিয়া থাকে। এদেশে অনেক ধনাঢ্য লোকের মূক-বধির সন্তান আছে, কিন্তু তাঁহারা তাহাদের শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আছেন। এই সকল কারণে বোম্বাই মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনেকদিন পর পর্য্যন্তও এ দেশের সমস্ত মূক-বধিরদের কষ্টের অবধি ছিল না। তাহাদের কষ্ট ও দুঃখ মোচনের কোন চেষ্টাও হয় নাই।

কিঞ্চিদধিক ১৫ বৎসর অতীত হইল, আয়র্লণ্ডের শিক্ষাপ্রাপ্ত বধির মিঃ ম্যাগিন (Mr. Francis Maginn) ভারতে মূক-বধিরদিগের শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন, এবং

ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট উহাদের শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার সেই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তদনুসারে তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"ভারতে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাসের প্রথা চিরপ্রচলিত। পরিবারে অন্ধ, খঞ্জ, বধির থাকিলে অন্যেরা তাহাদের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ আর্থিক অনটনে, সাধারণ শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করা যাইতেছে না ; এ অবস্থায় ভারতে মূক-বধির স্কুল সংস্থাপন করিয়া অর্থব্যয় করা কষ্ট সাধ্য ; তবে স্থানীয় লোকের দ্বারা স্কুল সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।"

ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত কার্য্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই।

বাবু গিরীন্দ্রনাথ বসু। গিরীন্দ্র বাবু কলিকাতার একজন ধনাঢ্য লোক। তাঁহার একটী মূক-বধির বালকের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি বহু দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, বোম্বাই অথবা বিলাত পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় তিনি তত্তদ্দেশ হইতে কতকগুলি সংবাদপত্র ও কয়েকখানা গ্রন্থ আনয়ন করেন, এবং তিনি নিজে বোম্বাই মূক-বধির বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উহাদের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া আসেন। তিনি তাঁহার বালকটীকে নিজের তত্ত্বাবধানে একজন শিক্ষক (বাবু শ্রীনাথ সিংহ) দ্বারা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই বালকটী অল্প অল্প কথা কহিতে শিক্ষা করিল। গিরীন বাবু এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের এবং স্থানীয় লোকের সাহায্যে কলিকাতা নগরীতে একটী

বিদ্যালয় সংস্থাপনোদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই মহদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সে সময়ে কলিকাতায় ধনী লোকদের বধির সন্তান ছিল না এমন নহে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহারা এই সদনুষ্ঠানে কেহই যোগদান করেন নাই। তথাপি তিনি বালকটীর শিক্ষা বিষয়ে নিরুৎসাহ হন নাই। মূক-বধির শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বর্ত্তমান মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোম্বাই নগরীর মূক-বধির বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। যামিনী বাবু তথা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা বালকটীর শিক্ষাভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। গিরীন্দ্র বাবুর অক্লান্ত আন্দোলনে এবং অশেষ চেষ্টার ফলে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনেক সহায়তা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দের জুন মাসে সিটিকলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণে বাবু শ্রীনাথ সিংহ দুইটী মাত্র ছাত্র লইয়া উক্ত কলেজ ভবনে একটী স্বতন্ত্র ক্লাশ খোলেন। ঐ কলেজের সহিত এই ক্লাশের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অল্প কয়েকদিন পরেই যামিনী বাবু ও স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার শ্রীনাথ বাবুর কার্য্যে যোগদান করেন। গিরীন্দ্র বাবুর বালককে শিক্ষা দিবার উপলক্ষে ইহাঁরা অল্পাধিক পরিমাণে মূক-বধির শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণ কেহই এই ক্লাশ হইতে তেমন কোন অর্থসাহায্য প্রাপ্ত

যামিনী বাবু আমেরিকা যাওয়ার জন্য উৎসুক হইয়া মূক-বধিরদের পরম হিতৈষী ওয়াসিংটনের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক টি, গ্যালোডেট (Rev. T Gallaudet) সাহেবের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার এই প্রস্তাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যামিনা বাবুর আমেরিকায় যাওয়ার সুবিধান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয়ে সেখানে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলেন। যামিনী বাবু ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও আমেরিকায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং এই স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই স্কুলের যাবতীয় নিয়মাবলী পুনর্গঠিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন স্কুলরূপে পরিগণিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে স্কুলের উন্নতি অতীব প্রশংসনীয়। প্রায় ৮০টী বালক বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। এই স্কুলের সম্পাদক ও শিক্ষকগণ যে অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহা বলাই বাহুল্য। দিন দিন স্কুলের কার্য্য অতি দ্রুতবেগে উন্নতির দিকে অগ্রসর দেখিয়া অনেক সহৃদয় মহাত্মাগণের মন স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যে সকল মহাত্মা এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ছোটলাট মাননীয় সি, সি, ষ্টিভেন্স (Hon. Mr. C. C. Stevens), পেন্সনপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এফ, জে, রো (Mr. F. J. Rowe), মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আসামের অস্থায়ী কমিসনর মাননীয় সি, ডবলিউ, বোল্টন (Hon. Mr. C. W. Bolton), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রেভারেণ্ড ডাঃ কে, এস্, ম্যাকডোনাল্ড (Rev. Dr. K. S. Macdonald) ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ এটর্ণি বাবু নবীনচাঁদ বড়ালের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মাননীয় বোল্টন সাহেব স্কুলের

The Hon'ble Mr. C. W. Bolton. C. S. I.

বর্ত্তমান সভাপতি। তাঁহারই অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টায় এত অল্পকাল মধ্যে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে মূক-বধির বিদ্যালয়।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পালামকোটা নগরে অনেক দিন হইতে খ্রীষ্টান পাদরীদের (Church of England of Zenana Mission) একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পাদরী সাহেবেরা বহু অর্থ ব্যয়ে বালক বালিকাদিগকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৮৯৯খৃঃ অব্দের শেষভাগে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় দুইটী মূক-বধির বালক তাঁহাদের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। তাঁহাদের স্কুলে মূক-বধিরদের শিক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী কুমারী সোয়ানসন (Miss Swainson) বিশেষ ভাবিতা হন। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ অনেক আন্দোলন ও আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিলাত হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা ব্যতীত ইহাদের শিক্ষা দেওয়ার অন্য কোন সুবিধা হইবে না। ইহার অল্পকাল পরেই কুমারী সোয়ানসন মূক-বধিরের উন্নতিকল্পে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। যথাসময়ে তিনি তথায় পৌছিয়া ভারতের মূক-বধিরদের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন; এবং তিনি উহাদের শিক্ষা প্রণালী দেখিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই সোয়ানসন সেখানে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া একজন উপযুক্ত শিক্ষক সহ পালামকোটাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কুমারী সোয়ানসন নিজহস্তে

কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া একটী মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সেখানে এখন বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় ৮০টী, তাঁহারা তাঁহাদের স্কুলে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

মহীসূরে মক-বধির বিদ্যালয়।

১৯০১ খৃঃ অব্দে মহীসূরের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মিঃ এম, শ্রীনিবাস রাও মহীসূর নগরে মূক-বধির এবং অন্ধদের শিক্ষার নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন; আজ পর্য্যন্তও অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্কুলে ২০টী বালক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, এই অত্যল্প কাল মধ্যেই তত্রত্য অনেক স্থানীয় সদাশয় মহাত্মারা এই সাধুকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। আশা করা যায়, সত্বরই গবর্ণমেণ্ট যথাযোগ্য সাহায্য করিয়া তত্রত্য দেশে মূক-বধির ও অন্ধদিগের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

মধ্য ভারতে মূক-বধির শিক্ষা।

বহু দিবস হইতে মধ্যভারতের অন্তর্গত ধামতারী নামক স্থানে আমেরিকার ধর্ম্মযাজকদের (American menonite mission) এক ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপিত আছে; তথায় তাঁহারা তদ্দেশীয় লোকদিগকে নানা প্রকার শিক্ষা দান ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সে দেশে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই উক্ত ধর্ম্ম-যাজকগণ দরিদ্র-দিগকে আশ্রয় দানে তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন এবং তাহা-দিগের মধ্যে যাহারা কার্য্যদক্ষ, তাহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত

করিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দেও যে সকল দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১০টী মূক-বধির বালক বালিকা ছিল, তাহাদের উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া সেখানকার অন্যতম ধর্ম্মযাজক ভাই জেকব বার্ক হার্ড (Brother Jacob Burk hard) কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া যান এবং সেই অনুযায়ী তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
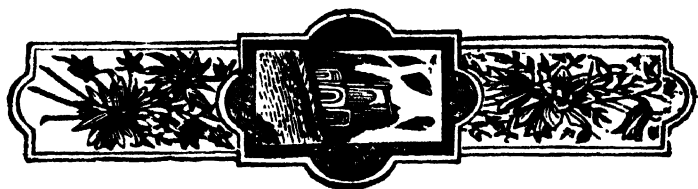
দ্বিতীয় খণ্ড।

শিক্ষা প্রণালী।

"বোবায় কথা কয়" এ কথা কেহ বলিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই তাহাকে বাতুল মনে করিয়া কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক এ কথা মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, বোবা কখনও কথা কহিতে পারে না, কথা কহিবার শক্তিও তাহাদের নাই। তাহাদের কোন না কোন বাগ্‌-যন্ত্রের অভাব আছে, সেইজন্য তাহারা কথা কহিতে অসমর্থ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে, উহাদের বাগ্‌যন্ত্র (কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি) আমাদেরই মত সুস্থ, সবল ও সুগঠিত। তবে তাহারা কথা কহিতে পারে না কেন? আমরা দেখিতে পাই, যাহারা জন্মাবধি কথা কহিতে পারে না, তাহারা জন্মাবধি কানে শুনিতেও পায় না। এই আশৈশব বধিরতাই মূকত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এখন কথা এই, বধিরগণ মূক হয় কেন? এ বিষয়ে একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই আমরা ইহার

কারণ উপলব্ধি করিতে পারি। কথা বলা শিখিতে শ্রবণ-শক্তির প্রয়োজন। আমরা যে শব্দ কর্ণে শুনি, তাহা কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে অনুকরণ করি, অর্থাৎ কথা বলি। কিন্তু শ্রবণ-শক্তির অভাবে মোটেই কোন শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং তাহার অনুকরণ করিতেও পারি না। অতএব দেখা যায়, শ্রবণ-শক্তি না থাকিলে কথা বলিতে শিক্ষা করা যায় না। মানুষ আশৈশব যে ভাষা শুনিতে পায়, সে তাহাই বলিতে শিখে। বাঙ্গালীর ছেলে শৈশবকাল হইতেই পিতামাতা, পরিজন প্রভৃতির নিকটে বাঙ্গলা কথা শুনিতে পায় বলিয়া সে তাহাই অনুকরণ করে এবং তাহাই বলিতে শিক্ষা করে। ৫ম বর্ষীয় বাঙ্গালীর সন্তান বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ভাষা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, সুতরাং সে অন্য ভাষা সম্বন্ধে মূক (বোবা)। সে অন্য কোন ভাষাই শুনে নাই, শিখিতেও পারে নাই। এইরূপ ইংরাজ বালক ইংরাজী, ফরাসী বালক ফরাসী, জার্ম্মাণ বালক জার্ম্মাণ ভাষাই শিখিয়া থাকে এবং ঐ ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকে। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে যে, যে ভাষা শুনিয়া থাকে সে সেই ভাষাই বলিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। জন্ম বধিরগণ আশৈশব শব্দ শ্রুতির অক্ষমতা হেতু কোন ভাষা শুনিতেও পারে নাই, বলিতেও শিখে নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটী পাঠ করিলে পাঠক, আমাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১৮৯০ খৃঃ অব্দে চা-বাগানের কতকগুলি কুলি কাষ্ঠ আহরণের জন্য টেরাইর ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একদল ভালুক দেখিতে পায়। মানুষের কোলাহল শুনিয়া ভালুকগুলি প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ; কিন্তু একটা ভালুক দ্রুতগমনে অসামর্থ্য হেতু দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কুলিরা

কৌতুহলাক্রান্ত মনে উহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং সবিস্ময়ে দেখিল, সেটা ভালুক নহে। উহার আকৃতি ও অবয়ব ঠিক মানুষের মত। কিন্তু কোন কথা কহিতে পারে না, ভালুকের মত অস্পষ্ট ধ্বনি করে এবং দুই হাতে দুই পায়ে ভর করিয়া চলে। কুলিরা উহাকে ধরিয়া বাগানে লইয়া আসিল। বাগানের লোকেরা ঐ শিশুটীকে অবিলম্বে জলপাইগুড়ির ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানকার চিকিৎসকগণ যত্ন সহকারে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অনেক দিনের চেষ্টায় পশুর ন্যায় আহারের পরিবর্ত্তে হস্ত দ্বারা অন্নাহার দুই পায়ে ভর করিয়া গমন এবং বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়া ছিলেন। এমন কি তৎসঙ্গে সঙ্গে ২।১টা কথা বলিতেও শিক্ষা করিয়াছিল। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ঐ শিশুটী কলিকাতার অনাথ আশ্রমে আনীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিকাতা আনিবার অত্যল্পকাল পরেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া সে মানবলীলা সম্বরণ করে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স অনুমান ৯ বৎসর হইয়াছিল। ঐ শিশু কি অবস্থায় ভালুকের হাতে পড়িয়াছিল, জানা যায় নাই। অতি বিরল হইলেও এই প্রকার ঘটনা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনায় স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, যে মানুষ কখনও কোন কথা শুনিতে পায় নাই, সে কোন কথাও শিখিতে পারে নাই, সুতরাং মূক হইবার কারণ যে একমাত্র বধিরতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বধিরদিগের বাগেন্দ্রিয়ের কোন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে জনসাধারণের ন্যায় স্পষ্ট কথায় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে পারে। পাশ্চাত্য প্রদেশে "মূক-বধির" বিদ্যালয় নামের পরিবর্ত্তে কেবল "বধির-বিদ্যালয়" বলা হইয়া থাকে। কারণ বধিরগণ আজন্ম মূক নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বধিরতাই মূকত্বের কারণ হয়, অথবা শ্রবণ শক্তির অভাবই ভাষা শিক্ষার অন্তরায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে বধিরেরা কেমন করিয়া আবার ভাষা শিক্ষা করিবে? ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক উপায় স্বরূপ কি চিকিৎসার সাহায্যে তাহাদের বধিরতা দূর করিয়া লওয়া হয়—না, যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে তাহাদের শ্রবণশক্তি পরিস্ফুট করিয়া লওয়া হয়? না—তাহা নহে। আমাদের উচ্চারিত ভাষা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি এবং সেই শব্দ কেবল বায়ুর কম্পন ও অভিঘাত মাত্র। ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্রস্থ বায়ু কণ্ঠনালী দ্বারা বেগে বহিস্ফুরণ কালে তালু, জিহ্বা, কণ্ঠ, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন করে। পানিনী ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দ বা বর্ণকে উচ্চারণ স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা---কণ্ঠ বর্ণ, জিহ্বা মূলীয় বর্ণ, তালব্যবর্ণ, দন্তবর্ণ ইত্যাদি। ঐ বায়ুর অভিঘাত আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র আমরা শ্রবণশক্তির সাহায্যে ঐ শব্দ বা শব্দাংশের প্রকার ভেদ বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকি। যেমন কেহ আম বলিলে আমই বুঝি রাম বুঝি না, আবার রাম বলিলে রামই বুঝি আম বুঝি না, এইরূপে আমরা সমুদায় উচ্চারিত শব্দ অথবা পদ শ্রবণশক্তির সাহায্যে একটা হইতে অপরটাকে পৃথক করিয়া লইতে এবং বুঝিতে পারি। শব্দ সকল যেমন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন, তেমান উহা আমাদের দৃষ্টি ও স্পর্শ জ্ঞানেরও আয়ত্তাধীন। এই দৃষ্টি ও স্পর্শ জ্ঞানের সাহায্যেই বধিরেরা কথা কহিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয়। এখন দেখা যাউক দৃষ্টি ও স্পর্শ জ্ঞানের সাহায্যে বধিরেরা কেমন করিয়া কথা কহিতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যালয়ে মূক-বধির শিক্ষার প্রচলিত প্রথার বর্ণনা করা যাইতেছে। মনে করুন শিক্ষক একটী মূক-বধির বালককে "আম"

শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। বালকটাকে তিনি নিজের সম্মুখে এমন ভাবে বসাইয়া থাকেন যেন সে তাঁহার মুখাভ্যন্তর বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায়। বালক দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগ শিক্ষকের গলদেশে ও বা হ[illegible] দ্বারা নিজ গলদেশ স্পর্শ করিয়া শিক্ষকের মুখপানে তাকাইয়া থাকে। তখন শিক্ষক বলেন "আ"—। বালক তাঁহার মুখাভ্যন্তরের অবস্থা দেখিয়া ও কম্পন অনুভব করিয়া তাহার

অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে; কয়েক বারের চেষ্টায়ই হয়ত বালক পরিষ্কার "আ" উচ্চারণ করিতে পারে। তখন শিক্ষক পুনঃ পুনঃ "আ" উচ্চারণ অভ্যাস করান। তার পর "ম্" ও শিক্ষক সেই ভাবে উচ্চারণ করেন, বালক তাঁহার অনুকরণ করিয়া শীঘ্রই "ম্" বলিতে সমর্থ হয়। তখন শিক্ষক ঐ দুইটা বর্ণ একত্র করিয়া "আম" বলেন। বালকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আম বলিয়া থাকে। তখন তিনি একটী আম দেখাইয়া বড় অক্ষরে বোর্ডে বা শ্লেটে আম লিখিয়া দেন। বালক বার বার উহা বলিয়া ও লিখিয়া আম কথাটী শিখিয়া লয়। এত সহজে এবং অক্লেশেই যে, সকল বালক সমস্ত বর্ণ বা পদ উচ্চারণ করিতে সমর্থ

হয় এমন নহে। উক্ত উপায় কার্য্যকারী না হইলে তাহাদের উচ্চারণ প্রণালী সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে হয়। উদাহরণ স্থলে "আম" শব্দ উচ্চারণ করিতে কি কি বিঘ্ন হইতে পারে, তাহাই বলিতেছি।

১। অনেক বালক "আ" উচ্চারণ কালীন গলদেশের কম্পন অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালী মতে শিক্ষক বালকের হস্ত তাহার ও আপন গলদেশে স্থাপন করাইয়া পুনঃ পুনঃ "আ" বলেন। বালকও বার বার তাহার অনুকরণ করে। কয়েক বারের পরীক্ষায় বালক অনায়াসেই ঐ কম্পন নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সমর্থ হয়।

২। "আ" উচ্চারণে জিহ্বা যে ভাবে মুখে পাতিয়া রাখিতে এবং মুখব্যাদন করিতে হয়, বালক তাহাতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক বালকের জিহ্বাটী শব্দোচ্চারণোপযোগী করিয়া সংস্থাপন করেন এবং উভয়ের মুখ একত্র করিয়া একখানা দর্পণ সম্মুখে রাখেন, যেন পরস্পরের মুখ পরস্পরে দেখিতে পায়। বালক এতক্ষণ নিজের মুখ দেখিতে পারে নাই, কাজেই কতটা মুখব্যাদন করিবে ভাল বুঝিতে পারে নাই, এবার উভয় মুখ একত্রিত থাকায় সহজে মুখাকৃতি মিলাইয়া লইতে পারে।

৩। কখন কখন "আ" বলিতে বালকদিগের শ্বাসটী মুখ দিয়া বাহির না হইয়া অল্লাধিক পরিমাণে নাসাপথে বাহির হইয়া থাকে। যদি সম্পূর্ণ শ্বাস মুখ দিয়া বাহির না হইয়া আংশিকরূপেও নাসাপথে বাহির হয়, তবে পরিষ্কাররূপে "আ" উচ্চারিত হইতে পারে না। মুখ দিয়া সম্পূর্ণ শ্বাস বাহির করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য বালকের এক হাত তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করাইয়া "আ" বলেন। বালক নাসিকা স্পর্শে বুঝিতে পারে যে, শ্বাস নাসাপথে বাহির না হইয়া সমগ্র

শ্বাস মুখ দিয়াই বাহির হইতেছে। তদনুরূপ নিজে অনুকরণ করিয়া বালক সুস্পষ্টভাবে "আ" বলিতে পারে।

তার পর "ম্" শিখাইতে হইবে। "ম্" উচ্চারণ করিতে মুখ বুজিয়া কণ্ঠ হইতে শ্বাসটী নাসাপথে বাহির করিতে হয়। কোন কোন বালকের উহা অনুকরণ করিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইতে পারে বটে, কিন্তু বালক শিক্ষকের মুখ দেখিয়া ও তাঁহার কণ্ঠ ও নাসিকা স্পর্শ করিয়া কয়েক বারের চেষ্টায়ই "ম্" উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রায় প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণে বালক নানাপ্রকার গোলমালে পড়িতে পারে, সেগুলিও উল্লিখিত প্রণালীতে বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। এই প্রকারে বধিরদিগকে একটী একটী করিয়া জিনিসের নাম ও তৎপরে ক্রমে বাক্য উচ্চারণ করিতে, লিখাইতে ও বুঝাইয়া দিতে হয়। বাক্য শিক্ষা দিবার প্রণালীও ঐ প্রকার। তবে প্রথমে সহজ বাক্যগুলি শিখাইতে হয়। বালকের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ তাহার অর্থ বুঝাইবার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যেমন বালক ইঙ্গিত করিয়া বলিল "কলম দাও" শিক্ষক অমনি যত্ন করিয়া ঐ বাক্য পরিষ্কাররূপে বলিতে এবং লিখিতে শিখাইয়া দিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে কঠিন ভাবের শব্দ ও বাক্যগুলি অনায়াসে বোধগম্য হয়।

এ পর্য্যন্ত দেখান হইল যে বধিরেরা কথা কহিতে শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, তাহারা অপরের কথা বুঝিবে কিরূপে? আমরা এ কথারও মীমাংসা করিতেছি। আমরা শ্রবণশক্তি দ্বারা অপরের কথা বুঝিয়া থাকি, বধিরগণ বক্তার ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখিয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। বক্তার কথা কহিবার সময় ওষ্ঠাধর ও মুখাবয়বের নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, প্রায় প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ

করিতে মুখের আকার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ কখনও ওষ্ঠাধর সংলগ্ন, পরস্পর ঈষৎ বিচ্যুত হইতেছে, আবার কখনও বা জিহ্বা তালু স্পর্শ করিতেছে; কখনও বা দন্তমূল পরস্পর সংলগ্ন হইতেছে ইত্যাদি। এইরূপে মুখের ভিতরে ও বাহিরে নানা প্রকার গতি ও অবয়বের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই বধিরগণ অপরের কথা বুঝিতে সমর্থ হয়। ইহাকেই ইংরাজীতে Lip-Reading (ওষ্ঠ পাঠ) কহে। প্রধানতঃ ওষ্ঠ সঞ্চালন এই শিক্ষার প্রধান সহায়। এই জন্য উহাকে ওষ্ঠপাঠ বলা হইয়াছে। ভাষা উচ্চারণ যেমন ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়, সেইরূপ ওষ্ঠ পাঠও ক্রমে ক্রমে অভ্যস্থ হইয়া থাকে। শিক্ষা কৌশলে ক্রমে চক্ষের তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একজন শিক্ষিত বধির অনায়াসে সাধারণের ন্যায় সকলের সঙ্গে রীতিমত কথা কহিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয়। তবে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অনেকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের উচ্চারণ সময়ে মুখের আকার বিভিন্নভাব ধারণ করে না, অথবা সেই পার্থক্য এত সামান্য যে, সহজে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। যেমন "আতা"—"আদা", "বল"—"মল", "আঠা"—"আটা" ইত্যাদি। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে একথা খাটাতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত বধিরের বুঝিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ একটী পদ দ্বারা আমরা ভাষা বুঝি না, আমরা বাক্য দ্বারা তাহার অর্থ চিন্তা করি ও বুঝি। একটী বাক্যের মধ্যে ঐ প্রকার সমভাবাপন্ন (আকৃতিগত) শব্দ থাকিলে আমাদের বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। আমরা কেমন করিয়া অন্যের কথা বুঝি? আমরা কি বক্তার প্রত্যেক বর্ণ শুনিয়া থাকি? কখনই নয়। কেহ কোন বই পড়িলে বা গল্প বলিলে অনেক শব্দ আমরা স্পষ্ট বুঝি না,

কিন্তু ভাষা জানি বলিয়া উহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না। বধিরদের সম্পর্কেও ঐরূপ। যদি কেহ কোন বধিরকে বলে "আদা ঝাল" সে কখনই বুঝিবে না "আতা ঝাল"। কারণ সে উভয়েরই গুণ জানে, আবার যদি কেহ বলে "আটার রুটি ভাল" সে "আঠার রুটি ভাল" ইহা কখনই বুঝিবে না। ইত্যাদি—

মূক-বধির শিক্ষার মৌখিক প্রণালী (Oral Method) ব্যতীত নিম্নোক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়াবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উল্লিখিত উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং এই প্রণালীতেই বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

১। "সাঙ্কেতিক প্রণালী" (The Manual or Sign Method)। ছেলেরা সাধারণতঃ ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা তাহারই পরিমার্জ্জিত আকার। ইহা দ্বারাও ভাষা শিক্ষা করিতে পারে।

২। "যুক্ত-প্রণালী" (Combined System)। মৌখিক এবং সাঙ্কেতিক প্রণালীর মিশ্রণে এই শিক্ষা-পদ্ধতি গঠিত, মৌখিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ বলিয়া এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩। "অঙ্গুলি সঙ্কেতে বর্ণ-সংযোজন প্রণালী" (The Manual Spelling Method)। বর্ণমালার প্রতি অক্ষর অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তৈয়ার করা হয় এবং কেবল তাহারই সাহায্যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

৪। "শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতিসাধন প্রণালী" (The Auricular Method)। অনেক মূক-বধির সম্পূর্ণরূপে শ্রবণশক্তিহীন নহে, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শব্দ শুনিতে পায়; সেই শক্তি এত প্রবল নহে যে, তদ্দারা

শব্দ শুনিয়া তাহার অনুকরণ করিতে পারে। যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের ঐ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রবণশক্তির সাহায্যে কথা বলিতে ও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মূক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে মোটামুটি তাহাদের মৌখিক প্রণালী মতে শিক্ষা-পদ্ধতি যথাসাধ্য বর্ণন করিয়াছি ; এক্ষণে তাহাদের শিক্ষোপযোগী কয়েকটা পাঠ সাধারণভাবে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

প্রথম পাঠ।*

* এই সমস্ত কথাই যে যথাক্রমে পড়াইতে হইবে, এমত নহে। শিক্ষক মহাশয় সুবিধানুসারে উহার ক্রমবিপর্য্যয় করিতে পারেন। যে সকল কথা সহজে বালক-দিগের বোধগম্য হয় প্রথম প্রথম সেই সেই কথাই শিখাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উচ্চারণগুলি যাহাতে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়, সেবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটে, তৎপ্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে।
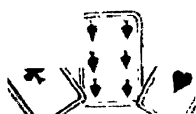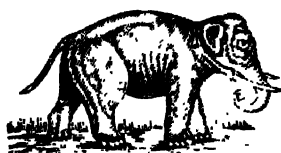
হাঁস
ফুল
বোতাম
হাতী
পাখা
সাপ
ছাতা
কলম
জামা
জুত

মোজা   গাধা   বই
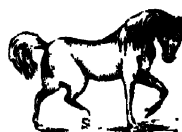
কুকুর   কাক   ঘোড়া

নাক   গাড়ী   গরু
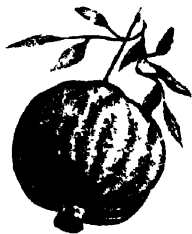
বিড়াল   বেদানা

দ্বিতীয় পাঠ।*

একটা দোয়াত। একটা পেপে।
একটা আতা। একটা বল।
একটা টাকা। একটা পয়সা।
একটা হাতী। একটা ঘোড়া।
একটা জামা। একটা কুকুর।
একটা আম। একটা পাতা।
একটা হাঁস। একটা কলম।
একটা গাধা। একটা ছাতা।
একখানা বই। একখানা শিলেট।

তৃতীয় পাঠ।†

একটা কলম দাও। একটা দোয়াত দাও।
একটা পয়সা দাও। একটা ছাতা দাও।
একটা কলা দাও। একটা ফুল দাও।
একটা বল দাও। একটা টাকা দাও।

---

* শিক্ষক মহাশয় এক একটী করিয়া জিনিসগুলির নাম করিবেন, আর বালকেরা সেই সেই জিনিস দেখাইয়া দিবে। আবার শিক্ষক এক একটী জিনিস দেখাবেন, বালকেরা তাহার নাম করিবে। ১০ম, ১২শ পাঠ পড়িবার সময় ২।৩টী জিনিস লইয়া এই প্রণালীতে শিখাইবেন। যেমন দুইটা বল, তিনটা আতা, দুইটা টাকা ইত্যাদি।

† শিক্ষক ও ছাত্র পরস্পর পরস্পরের কাছে জিনিসগুলি চাহিবেন ও দিবেন। ১০ম, ১২শ পাঠ পড়িবার সময় ২।৩টী জিনিস লইয়া শিখাইবেন। যেমন দুইটা টাকা দাও, তিনটা বল দাও, তিনটা আম দাও, দুইটা কলম দাও ইত্যাদি।

একটা নেবু দাও।	একটা পেপে দাও।
একটা বেদানা দাও।	একটা পান দাও।
একখানা খাতা দাও।	একখানা বই দাও।

চতুর্থ পাঠ

মা	বাবা	দাদা
দিদি	মাসিমা	পিসিমা
দিদিমা	ঠাকুরমা	জেঠাইমা
কাকিমা	কাকাবাবু	জেঠাবাবু

পঞ্চম পাঠ।†

বাবা টাকা দাও।	কাকাবাবু পয়সা দাও।
মা ভাত দাও।	জেঠাইমা আম দাও।
দাদা খাতা দাও।	পিসিমা জল দাও।
মামিমা কলম দাও।	মাসিমা বই দাও।

* এই পাঠটী অপেক্ষাকৃত কঠিন। মা, বাবা প্রভৃতি সম্পর্ক না বুঝিয়া বালকেরা উহা ব্যক্তিগত নাম বলিয়া মনে করিতে পারে। এবিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের একটু দৃষ্টি থাকিলেই কিছুদিন পরে বালকদিগের ঐ ভ্রম সংশোধিত হইবে।

† বালকগণ যাহাতে প্রয়োজনমতে ইঙ্গিতের পরিবর্তে এই সকল কথা বলে, তাহার অভ্যাস করাইতে হইবে।

ষষ্ঠ পাঠ।*

একটা বল ●

দুইটা বল ● ●

তিনটা বল ● ● ●

চারটা বল ● ● ● ●

পাঁচটা বল ● ● ● ● ●

১ ২ ৩ ৪ ৫

সপ্তম পাঠ।†

আমার। তোমার।

আমার হাত। তোমার হাত।

আমার পা। তোমার পা।

আমার শিলেট। তোমার শিলেট

আমার খাতা। তোমার খাতা।

আমার জামা। তোমার জামা।

আমার কলম। তোমার কলম।

অষ্টম পাঠ।‡

আমার বই আছে। তোমার বই নাই।

---

* ছোট ছোট বল বা অন্য কোন জিনিস লইয়া এক দুই শিখাইবেন। ইহার পরও ঐ প্রণালীতেই শিখাইতে সুবিধা হইবে।

† এই পাঠে এবং ইহার পরবর্ত্তী পাঠে ছাত্রদিগকে "আমার" "তোমার" এই দুটা কথা শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

‡ শিক্ষক মহাশয় বালককে প্রশ্ন করিবেন, বালক উত্তর করিবে, আবার বালক প্রশ্ন করিবে, তিনি উত্তর করিবেন।

আমার জামা আছে। তোমার জামা নাই।

আমার ঘড়ী আছে। তোমার ঘড়ী নাই।

আমার আংটী আছে। তোমার আংটী নাই।

আমার চেন্ আছে। তোমার চেন্ নাই।

আমার পয়সা আছে। তোমার পয়সা নাই।

আমার কলম আছে। তোমার কলম নাই।

নবম পাঠ।

১	২	৩	৪	৫
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ
৬	৭	৮	৯	১০
ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

দশম পাঠ।*

এস। বস। দাঁড়াও। যাও।

তুমি এস। তুমি বস। তুমি দাঁড়াও। তুমি যাও

আমি দাঁড়িয়েছি। আমি এসেছি।

খোকা দাঁড়িয়েছে। খোকা আসে নাই।

খুকি দাঁড়ায় নাই। দিগেন এসেছে।

মুকুল বসে আছে। রাম বসে নাই।

* শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে ক্রিয়াগুলি করিতে বলিবেন। বালকেরা তাহা করিবে, এবং মুখে বলিবে।

একাদশ পাঠ।*

পা—বা।	কা—গা।	চা—জা।
টা—ডা।	তা—দা।	ফা—ভা।
ছা—ঝা।	ঠা—ঢা।	থা—ধা।

দ্বাদশ পাঠ।

আমি আম খাব, আমাকে আম দাও।

আমি জল খাব, আমাকে জল দাও।

আমি ভাত খাব, আমাকে ভাত দাও।

আমি কলা খাবনা, আমাকে কলা দিও না।

আমি জাম খাবনা, আমাকে জাম দিও না।

আমি পেঁপে খাবনা, আমাকে পেঁপে দিওনা।

ত্রয়োদশ পাঠ।

আমি স্নান করেছি।	খোকা স্নান করে নাই।
আমি ভাত খেয়েছি।	শৈলেন ভাত খায় নাই।
আমি লিখেছি।	নলিনী লেখে নাই।
আমি তেল মেখেছি।	মুকুল তেল মাখে নাই।

---

* এই দুটী দুটী বর্ণের উচ্চারণ পার্থক্য অতি সামান্য। এগুলি যাহাতে বালকেরা সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে, সেইরূপ অভ্যাস করাইতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের গলদেশে ও ওষ্ঠাগ্রে হস্ত স্থাপন করিয়া বালকেরা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হইবে।

আমি পড়েছি।	মনোমোহন পড়ে নাই।
আমি দুধ খাই নাই।	খুকী দুধ খেয়েছে।
আমি ঘোড়া দেখেছি।	স্বভা ঘোড়া দেখেছে।
আমি হাতী দেখি নাই।	রমেশ হাতী দেখে নাই।
আমি সিংহ দেখি নাই।	রাম সিংহ দেখেছে।
আমি উট দেখেছি।	গোপাল উট দেখে নাই।

চতুর্দ্দশ পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়
৭	৮	৯	১০	১১	১২
সাত	আট	নয়	দশ	এগার	বার
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তের	চৌদ্দ	পনের	ষোল	সতের	আঠার
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
উনিশ	কুড়ি	একুশ	বাইশ	তেইশ	চব্বিশ
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
পঁচিশ	ছাব্বিশ	সাতাশ	আটাশ	উনত্রিশ	ত্রিশ

পঞ্চদশ পাঠ।

আমার দুই হাত।	আমার দুই পা।
আমার দুই কান।	আমার অনেক দাঁত।

আমার এক নাক আমার অনেক চুল।
আমার এক মাথা। আমার এক মুখ।

আমি মানুষ।

তোমার দুই হাত। তোমার দুই পা।
তোমার দুই কান। তোমার অনেক দাঁত।
তোমার এক নাক। তোমার অনেক চুল।
তোমার এক মাথা। তোমার এক মুখ।

তুমি মানুষ।

আমি মানুষ। রাম মানুষ।
তুমি মানুষ। মুকুল মানুষ।
দিগেন মানুষ। সুরেন মানুষ।
খুকি মানুষ। খোকা মানুষ।

আমরা মানুষ।

মানুষের নাম।

মুকুল, দিগেন, রাম, মনোমোহন, কালিচরণ, সতোন, জিতেন, বীরেন, সুরেন, মনোজমোহন।
আমার নাম রমেশ, আমার দাদার নাম রামময় বাবু।

ষোড়শ পাঠ

বিড়াল।

বিড়ালের চার পা।
বিড়ালের গায় লোম আছে
বিড়ালের শিং নাই।
বিড়ালের লেজ আছে।
মানুষের লেজ নাই।
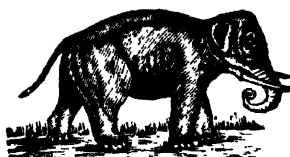
হাতী।

আমি হাতী দেখেছি।
হাতীর কান খুব বড়।
হাতীর শুঁড় আছে।
হাতী খুব মোটা।
হাতী খুব বড়।

হরিণ।

আমি হরিণ দেখেছি।
হরিণের চার পা।
হরিণ ঘাস খায়।
হরিণের শিং আছে।
হরিণ খুব দৌড়িতে পারে

গাধা।

গাধার চার পা।
গাধার গায় লোম আছে
গাধা ঘাস খায়।
মানুষ ঘাস খায় না।
মানুষ ভাত খায়।

হরিণ পশু।	হাতী পশু।	বিড়াল পশু।
গরু পশু।	কুকুর পশু।	খরগোস পশু
ঘোড়া পশু।	গাধা পশু।	ছাগল পশু।

পশুর নাম।

হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা, শেয়াল, খরগোস,
বিড়াল, গরু, ছাগল, পাঁঠা, ভেড়া, কুকুর।

সপ্তদশ পাঠ।

কাক।

বক।

আমি কাক দেখেছি।
কাকের ডানা আছে।
কাক উড়্‌তে পারে।
কাকের দুই পা।
কাক দুই রকম।
পাতি কাক আর দাঁড়কাক

বকের ডানা আছে।
বক উড়্‌তে পারে।
বকের গলা লম্বা।
কাকের গলা খাট।
বক সাদা।
কাক কাল।

ময়ূর।

চিল।

আমি ময়ূর দেখেছি।
ময়ূর খুব সুন্দর।
ময়ূরের ডানা আছে।
ময়ূরের পালকে কলম হয়।

আমি চিল দেখেছি।
চিল খুব উপরে উড়ে।
চিল হাত থেকে খাবার নেয়
চিল সুন্দর নয়।

কাক পাখী।	চড়ুই পাখী।	বক পাখী।
চিল পাখী।	টিয়া পাখী।	হাঁস পাখী।
ময়ূর পাখী।	ময়না পাখী।	পায়রা পাখী।

পাখীর নাম।

কাক, চড়ুই, বক, ময়না, ময়ূর, কাকাতুয়া, হাঁস, টিয়া, ঘুঘু, চিল, বাবুই, কোকিল, বুলবুল, মোরগ।

অষ্টাদশ পাঠ।

মানুষের দুই পা।
পশুর চার পা।

পশু উড়্তে পারে না।
মানুষ উড়্তে পারে না।

পাখীর দুই পা।
মানুষের ডানা নাই।
পাখীর ডানা আছে।
পাখীর হাত নাই।
মানুষের হাত আছে।
পশুর হাত নাই।
পাখী উড়্‌তে পারে।
মানুষ কথা কইতে পারে।
পশু কথা কইতে পারে না।
পাখী কথা কইতে পারে না
পশুর লেজ আছে।
মানুষের লেজ নাই।

আমরা সব মানুষ।

হাতী, ঘোড়া, গরু, গাধা---পশু।

বক, কাক, চিল, ময়ূর—পাখী।

ঊনবিংশ পাঠ

সাপ। *

আমি সাপ দেখেছি।
সাপের পা নাই।
সাপ খুব তাড়াতাড়ি চলে।
সাপ বুকে ভর দিয়ে চলে।
সাপ সোজা হ'য়ে চল্‌তে পারে না।
সাপ বাঁকা হয়ে চলে।
সাপ অনেক রকম।
সাপ গর্ত্তে থাকে।
সাপের গায় লোম নাই
সাপের ফণা আছে।

* এই প্রকার অন্যান্য জন্তুর গল্প নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া শিখাইবেন।

বিংশ পাঠ।*

তোমার কলম ছোট। আমার কলম বড়।

তোমার বই বড়। আমার বই ছোট।

আমার পেনসিল বড়। তোমার পেন্‌সিল ছোট

হাতী বড়। ঘোড়া ছোট। কুকুর বড়। বিড়াল ছোট।

এক।বংশ পাঠ।

খাতার ভিতরে একটা কলম আছে।

খাতার নীচে একখানা শিলেট আছে।

খাতার উপরে একখানা ছুরি আছে।

টেবিলের নীচে একটা দোয়াত আছে।

টুলের উপরে একখানা খাতা আছে।

বাক্‌সের ভিতরে অনেক টাকা আছে।

---

* প্রথমে বালকদিগের আপনাপন জিনিস লইয়া "ছোট" "বড" কথা দুইটার পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

দ্বাবিংশ পাঠ।

রং।

লাল, কাল, সবুজ, হল্‌দে, নীল, সাদা।

তোমার কাপড়ের পাড় লাল। আমার কাপড়ের পাড় হল্‌দে
আমার রেপার কাল। তোমার রেপার সবুজ।
আমার কোট হল্‌দে। তোমার জামা সাদা।
তোমার চাদর হল্‌দে। মুকুলের চাদর সাদা।

ত্রয়োবিংশ পাঠ

গরুর গাড়ী। ঘোড়ার গাড়ী। রেলগাড়ী।

আমি গরুর গাড়ী দেখেছি। গরুর গাড়ী আস্তে আস্তে চলে। ঘোড়ার গাড়ী তাড়াতাড়ি চলে। রেলগাড়ী খুব তাড়াতাড়ি চলে। আমি রেলগাড়ীতে চড়েছি। মনোমোহন রেলগাড়ীতে চড়েছে। শৈলেন রেলগাড়ীতে চড়ে নাই।

চতুর্ব্বিংশ পাঠ।

১	২	৩	৪	৫
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ
৬	৭	৮	৯	১০
ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

১১	১২	১৩	১৪	১৫
এগার	বার	তের	চৌদ্দ	পনের
১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ষোল	সতের	আঠার	উনিশ	কুড়ি
২১	২২	২৩	২৪	২৫
একুশ	বাইশ	তেইশ	চব্বিশ	পঁচিশ
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ছাব্বিশ	সাতাশ	আটাশ	উনত্রিশ	ত্রিশ
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
একত্রিশ	বত্রিশ	তেত্রিশ	চৌত্রিশ	পঁয়ত্রিশ
[illegible]	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ছত্রিশ	সাইত্রিশ	আটত্রিশ	উনচল্লিশ	চল্লিশ
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
একচল্লিশ	বিয়াল্লিশ	তেতাল্লিশ	চুয়াল্লিশ	পঁয়তাল্লিশ
৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
ছয়চল্লিশ	সাতচল্লিশ	আটচল্লিশ	উনপঞ্চাশ	পঞ্চাশ।

পঞ্চবিংশ পাঠ।

কাঁচা আম টক্। উচ্ছে তেত।

বাতাসা মিষ্টি। লঙ্কা ঝাল।

তেঁতুল টক্। আদা ঝাল।

চিনি মিষ্টি। পাকা আম মিষ্টি

আমি আম খেতে ভালবাসি।

ষড়বিংশ পাঠ।

আমার জামা নতুন। তোমার জামা পুরন। আমার কাপড় পুরন। তোমার কাপড় নতুন। আমার খাতা নতুন। তোমার খাতা পুরন। আমি আজ নতুন খাতা কিনেছি। খাতার দাম দুই আনা। কাল আমি নতুন খাতায় লিখ্‌ব। আমি রোজ বই পড়ি, রাম রোজ বই পড়ে না। সে খেলা করে। আমি ভাল, রাম ভাল নয়। রাম সকলের সঙ্গে মারামারি করে।

সপ্তবিংশ পাঠ

গোলাপ ফুল।

আমি গোলাপ ফুল দেখেছি। গোলাপ ফুলের গন্ধ ভাল। গোলাপ ফুলের রং অনেক রকম। অল্প লাল, হল্‌দে ও সাদা। আমি হল্‌দে ও সাদা গোলাপ ফুল দেখি নাই। গোলাপ ফুলের গাছে অনেক কাঁটা আছে। জবা ফুলের গাছে কাঁটা নাই। জবা ফুলের রং খুব লাল। জবা ফুলের গন্ধ ভাল নয়।

ফুলের নাম।

জবা, গোলাপ, বেল, যুঁই, চাঁপা, বকুল, গেঁদা, গন্ধরাজ, সেফালিকা, জাতি, মালতী।

অষ্টাবিংশ পাঠ

পাতিহাঁস।

রাজহাঁস।

হাঁস দুই রকম, পাতিহাঁস আর রাজহাঁস। পাতিহাঁস ছোট, রাজহাঁস বড়। রাজহাঁসের গলা লম্বা। পাতিহাঁসের গলা ছোট। হাঁস জলে খুব সাঁতার দিতে পারে। আমি পাতি-হাঁসের ডিম খাই, মাংস খাই। রাজহাঁসের ডিম খাই না, মাংস খাই না। রাজহাঁস খুব সুন্দর। হাঁসের ঠোঁট খুব হল্‌দে।

ঊনত্রিংশ পাঠ।

বার।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি

মাস।

বৈশাখ,* জৈাষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, *মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।

ত্রিংশ পাঠ।

আম।

কাঁচা আম টক্। পাকা আম মিষ্টি। কাঁচা আমের খোসা সবুজ, পাকা আমের খোসা হল্দে। আমি আমের খোসা খাই না। আমের ভিতরে আঁটি থাকে। কাঁচা আমের আঁটি নরম, পাকা আমের আঁটি শক্ত। আমি পাকা আম খেতে ভালবাসি। আমাদের বাড়ীতে অনেক আম গাছ আছে। গরমের দিনে আম পাকে।

একত্রিংশ পাঠ।

সুশীলা অনেক দিন স্কুল কামাই করেছে। সে আজ স্কুলে এসেছে। স্কুল কামাই করা ভাল নয়। আমি স্কুল কামাই করি না, রোজ ১০টার সময় স্কুলে আসি। আমি রোজ বাড়ীতে পড়ি। লীলাবতী বাড়ীতে পড়ে না। সুশীলার বাবার খুব জ্বর হয়েছিল। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি খুব রোগা হয়েছেন। এখন তিনি ভাল হয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মিঃ ফ্রান্সিস্ ম্যাগিন।

(MR. F. MAGINN, B.D.)

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত বধিরদিগের মধ্যে মিঃ ম্যাগিন একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি ১৮৬১ খৃঃ অব্দে জোহান্স্গ্রো নগরীতে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার পিতা সি, এ, ম্যাগিন সাহেব একজন সুবিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ছিলেন, মাতা সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি স্পেনসারের বংশোদ্ভবা। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় মিঃ ম্যাগিন বধির হইয়াও তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া অসাধারণ লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অতি শৈশবকালে কঠিন জ্বররোগে তাঁহার শ্রবণ শক্তি বিনষ্ট হয়। বাল্যকালে তাঁহাকে লণ্ডনের

ওল্ড কেণ্ট রোড ইনষ্টিটিউসন (Old Kent Road Institution) নামক বধির বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষকগণ তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ও পাঠানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হন। কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, সাধারণের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে এবং বুঝিতেও সেইরূপ সমর্থ হইলেন। অল্প দিন মধ্যেই লণ্ডন সহরে তাঁহার অদ্ভুত শিক্ষার কথা পরিব্যাপ্ত হইল। এই সময়ে ডাঃ ইলিয়টের যত্নে (Dr. R. Elliott) লণ্ডন নগরীতে মারগেট্ ব্র্যাঞ্চ (Margate Branch) নামে একটী বধির-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, এবং মিঃ ম্যাগিন তাঁহার স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ডাঃ ইলিয়ট তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে স্থায়ীরূপে একটী উচ্চশিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্য তাঁহাকে অধিক দিন করিতে হয় নাই, কারণ তাঁহার মন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ পূর্ণ ছিল; সুতরাং তিনি স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে উচ্চ-শিক্ষা লাভের আশায় আমেরিকা যাত্রা করেন, এবং তথাকার বধির-কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিয়দ্দিন পরে তিনি কলেজ হইতে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে ঐ কলেজে কোন এক রাজ-পুরুষের আগমনে একটী বৃহৎ সভা আহূত হয়। মিঃ ম্যাগিন সুদীর্ঘ

ডাঃ, আর, ইলিয়ট।

বক্তৃতায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এই প্রকার বাগ্মীতা বধিরগণের মধ্যে অতি বিরল। ইহার অল্পদিন পরে তিনি আয়র্লণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিঃ ম্যাগিন তাঁহার শিক্ষা, সদাশয়তা, পরোপকারিতা ও ধর্ম্মভাবের জন্য সমভাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তৎকালে আয়র্লণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। মিঃ ম্যাগিনের ব্যবহারে ধর্ম্মযাজকের মন এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারই প্রযত্নে তিনি তত্রত্য মূক-বধিরদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি ধর্ম্মশিক্ষা দান ব্যতীতও অন্যান্য নানা উপায়ে তাহাদের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। মিঃ ম্যাগিন সমস্ত ইউরোপে বধির-বন্ধু বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বধিরদিগের উন্নতি কল্পে তাঁহার বন্ধু মিঃ হেরিসের সহায়তায় "নীরব দূত" (Silent Messenger) নামক একখানা মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি গ্রেট্‌ব্রিটেন-বধির-সমিতির সহকারী সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন। ম্যাগিন ভারতের মূক-বধিরদিগেরও একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু। ইনিই প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সেই মহদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন হইলে তিনি ঐ স্কুলের নানাপ্রকার সহায়তা করিয়া অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন, এবং তাঁহারই যত্নে ভারতের মূক-বধিরগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া বিলাতের সমস্ত শিক্ষিত বধির দ্বারা পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ আবেদনপত্র খানি একজন বধিরের লিখিত। নিম্নে ঐ পত্র ও উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

To

HER MOST GRACIOUS MAJESTY VICTORIA,

Queen of Great Britain and Ireland,
Empress of India, &c. &c. &c.

WE, your Majesty's faithful subjects and others, being a portion of and representing the educated Deaf-Mute population of your Majesty's dominions and other countries in Europe and America desire respectfully and earnestly to represent the great need of education which exists among the Deaf-Mute population of India. We would gratefully call to mind the inestimable benefits which have been conferred during your Majesty's Life and Reign, upon ourselves and the class to which we belong. To all preceeding generations of the Deaf, until a century ago, education was non existent or unattainable. We have now been happily brought by the education we have received, to enjoy the blessings of civilisation and religion and earnestly desire that the same blessings should be extended to the 150,000 living sufferers from life-long deafness among the population of India. For us and for our fellow-countrymen in other parts of the world at least 500 special schools are open, while in the whole of the vast territory of India there is but one of recent foundation, containing less than 30 pupils Bombay itself, in which the Institution stands, contains 551 Deaf-mutes of different races, the Presidency contains over 16 000, and whole of India a total variously estimated at from 150,000 to 200,000 souls. As the Indian peoples are now so largely admitted to English rights and privileges, education, and religious influence, we humbly pray your Majesty graciously to exercise your Imperial influence and authority to establish within your Empire of India a system of education that will afford to the Deaf and Dumb inhabitants of that vast land those advantanges of education which we gratefully enjoy and which our unhappy brethern in the East have never known.

And your Majesty's petitioners will ever pray.

সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।

শ্রীযুক্তা রাজরাজেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের মহারাণী ও ভারতের সাম্রাজ্ঞী।

মহারাণীর ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজ্য সমূহ নিবাসী এবং অন্যান্য দেশবাসী শিক্ষিত মূক-বধিরগণের প্রতিনিধিরূপে মহারাজ্ঞীর রাজভক্ত প্রজা—আমরা আপনার নিকট জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি। আপনার জীবনকালে রাজত্ব সময়ে আমাদের ও অস্মদীয় শ্রেণীর যে মহদুপকার হইয়াছে তাহা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব। আমরা শিক্ষা প্রভাবে ধর্ম্ম ও সভ্যতার ফলভোগে সমর্থ হইয়াছি এবং

আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যে, ভারতবর্ষীয় আজন্ম বধির ১৫০,০০০ লোকে এই শিক্ষার সুফল প্রাপ্ত হউক। আমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আমাদের জন্য অন্যূন ৫০০ বিশেষ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের মত সুবৃহৎ রাজ্যে অল্পকাল হইল কেবল একটী মাত্র বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, যাহাতে ৩০টীর অধিক ছাত্র নাই। যে স্থানে এই বিদ্যালয় আছে সেই বোম্বাই নগরীতেই ৫৫১ জন এবং তৎপ্রদেশে ১৬,০০০ এবং সমুদায় ভারতে ১৫০,০০০ কি ২০০,০৪০ জন মূক-বধির বিদ্যমান। ইদানীং ভারতীয় জাতি সমূহ ইংরেজ জাতির অধিকার, সুবিধা, শিক্ষা এবং ধর্ম্মপ্রভাব প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমরা আপনার নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দয়া করিয়া আপনার সাম্রাজ্যব্যাপী প্রভাব ও শক্তি সাহায্যে ভারত সাম্রাজ্যে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করুন। এই শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু ইহা আমাদের ভারতীয় হতভাগ্য ভ্রাতৃ বৃন্দের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

মিঃ সি, জে, ব্রোমহেড।
(MR. C. J. BROMHEAD)

মিঃ ব্রোমহেড ১৮৪০ খৃঃ অব্দে লিঙ্কলন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চমবর্ষ বয়সে কঠিন পীড়ায় তাঁহার শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয়। এই

বয়সে তিনি যে সমস্ত কথা শিখিয়াছিলেন শ্রবণ-শক্তির অভাব বশতঃ অল্প-কাল মধ্যেই তাহা বিস্মৃত হইলেন। ৮ বৎসর বয়-সের সময় তাঁহাকে রাগবি বধির-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কোন বিশেষ কারণে সেখানে পাঠের অসুবিধা হওয়ায় ১৮৫৩খৃঃ অব্দে তিনি জার্ম্মেণির অন্তঃর্গত ফ্রাঙ্কফোর্ট বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ

সহকারে অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্প দিনেই সমপাঠী ছাত্রবর্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি যেমন অতি দ্রুতভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে লাগিলেন, তেমন অন্যের সহিত রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে ও তাহাদের কথা বুঝিতে বিশেষ পারদর্শী হইলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ ব্যতীত সর্ব্বদা নানা ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অধ্যবসায়-গুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই ফরাসী, জার্ম্মেণী ও লাটিন ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষা করিয়া সকলের অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রোমহেড্ লিঙ্কলন নগরের কোন এক প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের দোকানে বিদেশীয় পত্রাদির অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এই অনুবাদকের কার্য্য করিতে হইলে, বিভিন্ন ভাষায় কি প্রকার জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি ৩ বৎসরকাল অতি সুচারুরূপে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর এই পদ পরিত্যাগ করিয়া নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে যান। কিছুদিন পরে লিঙ্কলন সহরে তত্রত্য বিখ্যাত পুস্তকাগারের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ২২ বৎসরকাল অত্যন্ত নিপুণতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই পদত্যাগ করেন। উক্ত পুস্তকাগারের সভ্যগণ তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে অনেক উপহার প্রদান করেন। তাঁহার বিদায়ের দিন সকলের মুখেই বিষাদের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ব্রোমহেড লণ্ডনের রয়েল মেট্রিয়রলজিকেল (Royal Meteorological) আফিসে কার্য্য প্রাপ্ত হন। অতি অল্পকাল মধ্যে কার্য্য দক্ষতাগুণে তিনি কোনও বড় কার্য্যালয়ের দায়িত্বপূর্ণ সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

মূক-বধিরদিগের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ব্রোমহেড কঠিন পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া তাহাদের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি "Royal Association in aid of the Deaf & Dumb, এবং Provident Society for Granting Pensions to Aged and Infirm Deaf & Dumb" নামক সভার সভ্য এবং লিঙ্কলন সহরের মূক-বধির ধর্ম্ম-সভার সম্পাদক। তিনি এত গুলি গুরুতর কাজ বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ব্রোমহেড বধির হইয়া সমাজে যে প্রকার গণনীয় পণ্ডিত বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, তাহা সাধারণের মধ্যেও অতি বিরল। তাঁহার অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞাই এই অসাধারণ কৃতিত্বের কারণ।

মিঃ ডবলিউ, এইচ্, ট্রুড্।

(MR. W. H. TROOD)

মিঃ ট্রুড জন্ম-বধির। তিনি শৈশবকালেই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ একাগ্রতা ছিল না, কিন্তু চিত্র কার্য্য অতিশয় ভাল বাসিতেন, স্কুলের অধিকাংশ সময় চিত্রকার্য্যে ব্যয় করিতেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে না পারিলেও তিনি চিত্রকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য চিত্র অপেক্ষা প্রাণী চিত্রাঙ্কন তাঁহার প্রিয় ছিল। এবং সময়ক্রমে তিনি উহাতেই সমস্ত ইয়োরোপে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সম্রাটগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সুসজ্জিত গৃহের শোভাবর্দ্ধনার্থ তাঁহার অঙ্কিত ছবি রক্ষা করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, তিনি সকলের আদেশানুযায়ী চিত্র নিয়মিত সময়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহার চিত্রগুলির মূল্যও অত্যন্ত

অধিক ছিল। মরক্কো প্রদেশের সুলতান, ট্রুডের হস্তাঙ্কিত একখানি ছবি পাইয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, উহার উপযুক্ত মূল্য ব্যতীতও তাঁহাকে সম্মান স্বরূপ ডামস্কাস দেশীয় একখানা বহুমূল্য তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। অল্পদিন গত হইল তিনি জ্বর ও নিমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মরক্কো প্রদেশের সুলতান প্রদত্ত তরবারি।

মিঃ উইলিয়ম এগনিউ।

(MR. W. AGNEW.)

মিঃ এগনিউ একজন বধির। ইনি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে গ্লাসগো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক ডাঙ্কান এণ্ডারসন সাহেবের

নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। অল্প কয়েক বৎসর শিক্ষার পর কোন কারণে বাধ্য হইয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন; এবং কোন এক ব্যবসায়ীর দোকানে দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ৯ বৎসর এই কার্য্যে থাকিয়া পরে ষ্টেথার্ণ নামক একজন বধির মুদ্রাকরের অধীনে ৪ বৎসর কাল কম্পোজিটরের কার্য্য করেন। তিনি এই সকল কার্য্যে থাকা কালীন অবসর সময়ে নানা গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। এতদুভয় স্থান লব্ধ বহুদর্শিতা তাঁহার বধিরগণের উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত বহুবিধ কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছে। ২১ বৎসর গত হইল এগনিউ গ্লাসগো নগরস্থ কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অধীনে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন বধিরগণের উন্নতি ও মঙ্গলার্থ অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। কয়েক বৎসর গত হইল তিনি স্কটলণ্ডের পশ্চিম ভাগ ও গ্লাসগো নগরের বয়োপ্রাপ্ত বধিরগণের শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাননীয় লর্ড রোজবারির (Lord Rosebery) নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হন, তৎপরে তিনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার উদ্যম সফল হয়। স্বর্গীয়া

ইংলণ্ড ও ভারতেশ্বরী উক্ত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষিকা হন এবং তিনি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ অনেক অর্থ ও সহায়তা করেন। বর্ত্তমান সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনিও ঐ সাধুকার্য্যে অর্থ সাহায্য করেন। স্বর্গীয়া মহারাণী, তাঁহার বধিরগণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ অসীম যত্ন এবং উৎসাহ দর্শনে অত্যন্ত মোহিত হন এবং অনেকবার তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। ফলতঃ মিঃ এগনিউর অদ্ভুত গুণগ্রাম মহারাণীর নিকট সম্যক্ আদৃত হইয়াছিল। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সম্পন্ন লোকের পক্ষে যাহা অসম্ভব, এগনিউ সাহেব বধির হইয়াও অসীম তেজস্বিতার সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিতেছেন। ধন্য তাঁহার শক্তি! ধন্য তাঁহার উপচিকীর্ষা! অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া বিখ্যাত; কষ্টের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি সর্ব্বদা অকাতরে সাধারণ হিতকার্য্যে, বিশেষ বধিরগণের মঙ্গল জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ও ভারতের বধিরদিগেরও অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। এগনিউ সাহেব সম্প্রতি "মূক-বধির ও রাজপরিবার" (The Deaf & Dumb and Royalty) নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উহাতে অনেক বিখ্যাত বধিরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ও তাঁহাদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজন্য পরিবারগণের সহানুভূতির বিষয় বর্ণিত আছে। এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমভাবে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছে; এবং ইহা দ্বারা যে বধিরগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

রেভারেণ্ড হেন্‌রি উইণ্টার সাইল।

REV. HENRY WINTER SYLE, M.A.

হেন্‌রি উইণ্টার সাইল চীন দেশের অন্তঃপাতী সাংহাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এডোয়ার্ড উইলিয়াম সাইল উক্ত

স্থানের গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধিতে তাঁহার শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়। বিদ্যা-শিক্ষার জন্য উইণ্টার সাইল ৭ বৎসর বয়সে আমেরিকায় প্রেরিত

হইয়া ডেবিড বার্টলারের বধির-বিস্থালয়ে প্রবিষ্ট হন; এবং ক্রমে তিনি আশাতীত উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। যে বিস্থানুরাগ ও অধ্যয়ন-লিপ্সা উইণ্টার সাইলকে বিখ্যাত করিয়াছে, তাহা তাঁহার বাল্যশিক্ষা দেখিয়াই সকলের উপলব্ধি হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় ১২ বৎসর বয়সে তিনি যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। উচ্চশিক্ষা পাইবার অভিলাষে উইণ্টার সাইল ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ট্রিনিটি কলেজে তৎপরে ইংলণ্ডস্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেণ্ট জন্স্ কলেজে প্রবিষ্ট হন। শেষোক্ত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ নানাপ্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শিক্ষার বিশেষ বিঘ্ন হইয়াছিল, এমন কি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই জন্য কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। অশেষ রোগে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া শরীর একটু সুস্থ হইলে তিনি ইয়র্ক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইলে তিনি বি,এ, পরীক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত পাঠ আরম্ভ করেন। তখন পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকী ছিল, কিন্তু তিনি এই সময় মধ্যেই দুই বৎসরের পড়া পড়িয়া প্রস্তুত হইলেন; এবং যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া বি,এ, পরীক্ষায় অত্যন্ত সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া পরীক্ষকগণ প্রায় সকলেই বলিয়াছিলেন, হেনরী উইণ্টার সাইলের উপযুক্ত পরীক্ষক আমরা হইতে পারি না, বরং তিনিই আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে তিনি এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গ্রীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। কয়েক বৎসর পরে তিনি কলম্বিয়ার অন্তর্গত খনি-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিলেডেলফিয়ার টাকশালে

অতি উচ্চ বেতনের পদপ্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বধিরদিগের উন্নতিকল্পে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেন। ক্রমে তাহাদের মঙ্গল চিন্তাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, তিনি উক্ত লাভজনক কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এপিন কোপেল গির্জ্জার অধীনে ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বধিরদিগের দুঃখ দূরীকরণার্থ নানারূপ চেষ্টায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। জীবনের অবশিষ্ট সময়ে তিনি মানসিক ক্ষমতা-বলে তাহাদের নানাপ্রকার ইষ্টসাধন করিয়া ১৮৯০ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মিঃ ফ্রেঙ্ক এ, বাটলার।

(MR. FRANK A. BUTLER.)

মিঃ বাটলার লণ্ডন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বধির হইয়া যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়োদ্দীপক। মিঃ বাটলার মোটামুটি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া লণ্ডনের কোন এক প্রসিদ্ধ চিত্র-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন্। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই জীব জন্তুর চিত্র অঙ্কিত করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত তিনি স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চ বেতনে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিত্র-ব্যবসায়ী ডল্‌টন কোম্পানীর বিপণীতে চিত্রকরের কার্য্যে

নিযুক্ত হন। এক্ষণেও তিনি অতি দক্ষতার সহিত তথায় কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেছেন এবং বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়া তাঁহার যশঃ সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

মিঃ ও, ই, লুইস।

(MR. O. E. LEWIS)

১৮৬২ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে মিঃ লুইস আমেরিকার অন্তঃপাতী মিল্‌ওয়াকি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব অবস্থায় জ্বরবিকার

রোগে তাঁহার শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়। অষ্টম বৎসর বয়সের সময় তিনি নর্দাম্প-টনের বধির বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। কোন প্রকার অসুবিধা হওয়ায় অল্পদিন পরেই তিনি ঐ স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ক্লিবল্যাণ্ড বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। মিঃ লুইসের শিক্ষাবিষয়ে একাগ্রতা দেখিয়া উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করিতেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার বাসস্থানের অসুবিধা হওয়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে নিজালয়ে রাখিবার বন্দো-বস্ত করিলেন। সেখানে মিঃ লুইসের পড়িবার অত্যন্ত সুযোগ ঘটিল। বিদ্যালয়ের সময় ব্যতীতও তিনি গৃহে অনেক সময় পড়িতে পারিতেন। এই অনুকূল অবস্থায় ঐকান্তিক গুণে মিঃ লুইস অতি অল্পকাল মধ্যে লেখাপড়ায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের শেষ পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় তিনি আমেরিকার অন্ত-র্গত ওয়াশিংটন নগরের বধির-কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে ও বুঝিতে

পারিতেন। ঐ কলেজে কয়েক বৎসর পড়িয়া তিনি বি,এ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে পিতার মতানুসারে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর হিসাবরক্ষকের (Book-Keeper) কাজে নিযুক্ত হন। মিঃ লুইসের এই কার্য্যে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। তিনি বাল্যাবধি স্থপতি বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন। স্থপতি বিদ্যাশিক্ষার মানসে কিছুদিন পরে তিনি এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোন এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হন; এবং তথায় এক বৎসরকাল উত্তমরূপে কার্য্যশিক্ষা করিয়া ক্যানসাস্ সহরের কোন সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। মিঃ লুইস প্রতিদিন যথাসময়ে তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য সুসম্পাদন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অত্যন্ত অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। অবসরকালে নানাবিধ জটিল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। এই প্রকারে ৫ পাঁচ বৎসরকাল তথায় থাকিয়া একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হইলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজে ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া সর্ব্বত্র গণনীয় হইলেন। গৃহের কারুকার্য্য, নমুনা অঙ্কন, ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং লৌহ-সেতু নির্ম্মাণে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তিনি এক্ষণে পারিসের প্রসিদ্ধ পাদ্রি এবং হেণ্ডারসন কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন, এবং সর্ব্বত্র প্রধান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (Civil Engineer) বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে তিনি পারিস নগরে এই কার্য্যে অদ্বিতীয়। ইহাতে গণিতের কি পরিমাণ সূক্ষ্ম জ্ঞানের আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়। মিঃ লুইস বধির হইয়া জীবনে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর এবং প্রশংসার্হ।

মিঃ কার্ল ওয়ার্ণার।

(MR. CARL WERNER.)

বধিরগণ যে কেবল সভ্য জগতে লেখা পড়া ও শিল্প বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছেন এমন নহে, নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকেও অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। মিঃ ওয়ার্ণার।

নরওয়ের অন্তঃপাতী ক্রিশ্চিয়ানা নামক স্থানে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে তত্রত্য মূক-বধির-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে নানাবিধ খেলায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্কেটিং তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। এই ক্রীড়া কৌশলেই তিনি জগৎ বিখ্যাত ক্রীড়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার খেলা দেখিয়া দর্শক মণ্ডলী শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই খেলা ভারতে এখনও প্রচলিত হয় নাই, ইহা অতিশয় ভয়াবহ ও কষ্টসাধ্য। অল্পদিন হইল নরওয়ের সম্রাট তাঁহার খেলা দেখিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য হীরকখচিত একটা পিন উপহার দিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে জার্ম্মণিতে এই খেলার এক বিশেষ আয়োজন হয়, এবং দেশ দেশান্তর হইতে বহু ক্রীড়ক সমবেত হন। সেই ক্রীড়াভূমিতে বহু মান্য গণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন ; যোগ্যতানুসারে মূল্যবান পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। যথাসময়ে ক্রীড়া আরম্ভ হইল, মিঃ ওয়ার্ণার উপস্থিত সমস্ত প্রধান প্রধান ক্রীড়কদিগকে পরাস্ত করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন এবং বহু অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ বি, এইচ্, পেইন্।

(MR. B. H. PANE.)

মিঃ পেইন গ্লাশ্গোর অন্তর্গত সোয়ান্শি বধির-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইউরোপের বধির-বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সোয়ান্শির বধির-বিদ্যালয় প্রধান বলিয়া গণ্য। মিঃ পেইনের যত্ন ও কার্য্যতৎপরতাই এই উন্নতির মূল কারণ। ইনি বধির অথচ ইহাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টা ও শিক্ষা কৌশলে কত বধির উন্নতি লাভ করিয়া জগতের

মিঃ বি, এইচ, পেইন্। রেভারেণ্ড জন হেণ্ডারসন

নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিতেছেন। বধির হইয়া মিঃ পেইন যে প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন, তাহা অনেক সুস্থাঙ্গ লোকের পক্ষেও অসম্ভব। আমাদের জননী তুল্যা স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া এই বিদ্যালয়ের অভিভাবিকা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে বহুবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন, এবং বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণোপলক্ষে ৫০ পাউণ্ড (প্রায় ৭৫০৲) দান করিয়া বধির-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার সুপরিচিত অনুরাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

গ্লাশ্‌গোর বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড জন্ হেণ্ডারসন্ এই বিদ্যালয়ের একজন বিশেষ হিতৈষী। তিনি ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ব্বদা অত্যন্ত যত্নবান। তদ্ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত বধিরদিগের জন্যও তিনি নানাবিধ উপায়ে মঙ্গলসাধন করিয়া আসিতেছেন।

কুমারী লরা রেডেন সিয়ারিং।

(MISS LAURA READDEN SEARING.)

আমেরিকায় অনেক বধির নানা প্রকার ব্যবসায় ও উচ্চশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে কুমারী সিয়ারিং

সাহিত্য-জগতে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়া চির-স্মরণীয়া হইয়াছেন। শৈশবকালে কঠিন পীড়ায় সিয়ারিংয়ের শ্রবণ-শক্তি বিনষ্ট হয়। বালিকা বয়সে তিনি মৃত উইলিয়ম ডিকার সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে মিশৌরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। অল্প সময় মধ্যেই কুমারী সিয়ারিং অত্যন্ত মেধাবী বালিকা বলিয়া সকল শিক্ষকের বিশেষ আদরণীয়া হইয়াছিলেন। তিনি ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সরল ও মধুর বলিয়া সকলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। তিনি এই বয়সে যে সকল কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহা একজন শ্রবণ-শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও প্রশংসাজনক। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা যেমন

পরিস্ফুট হইয়াছিল, অন্তের কথা বুঝিতে এবং স্পষ্টভাবে কথা কহিতে তিনি তেমনি পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সেণ্ট্ লুইসের একখানি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি নিজ নাম গোপন রাখিয়া "সেণ্টলুই রিপাব্লিকেন্" নামক সংবাদপত্রে "হাও-য়ার্ড্ গ্লাইডেন্" নাম স্বাক্ষর করিয়া নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই ইউনাইটেড্ষ্টেট্সে কাফ্রিদিগের স্বাধীনতা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল, এতদুপলক্ষে তত্রত্য অধিকাংশ অধিবাসী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সেই সময় কুমারী সিয়ারিং রাজ-শক্তির পক্ষে ঐ কাগজে অনেকগুলি উত্তেজক ও তেজস্বী প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তাঁহার বিশেষ বিপদের আশঙ্কা ছিল; কোন অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার শ্লেষোক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ কবিতাগুলি পাঠে লোকে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে সমস্ত ইউনাইটেড্ষ্টেট্সে তিনি একজন বিখ্যাত লেখিকা ও স্বদেশহিতৈষিনী বলিয়া বিশেষ গণনীয়া হইয়াছিলেন। এই সূত্রে তিনি প্রেসিডেণ্ট্ লিঙ্কন্, সেনাপতি গ্রাণ্ট্ গারফিল্ড্ প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক সকলের নিকট বিশেষ পরিচিতা হইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। তৎকালে তিনি "প্রতিনিধি-সভার বিখ্যাত লোক" (Noble men in the House of Representations) নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি রিপাব্লিকেন্, নিউইয়র্ক্, টাইম্স্ প্রভৃতি কাগজের সংবাদ-দাত্রী হইয়া ইয়োরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন; ইটালী বাস-কালে তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয়ের

কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত একটী উচ্চ পদপ্রাপ্ত হন, এই কার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া বিশেষ যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। ৪ বৎসর ইয়োরোপে নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং "ট্রিবিউন্," "ইভনিং মেইল্" ও "এক্স্ প্রেস্" নামক সংবাদপত্রগুলির লেখিকা পদে নিযুক্ত হন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি ঐ সংবাদপত্র গুলির একজন বিশিষ্ট লেখিকা বলিয়া পরিগণিতা হইলেন। এই সময়ে যদিও তিনি বেশ কথা বার্ত্তা বলিতে পারিতেন, তথাপি নানা গুরুতর কার্য্যভারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার কথাগুলি দিন দিন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অস্পষ্ট হইতেছিল। এই জন্য তিনি অন্যান্য কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোঁর আবিষ্কর্ত্তা প্রসিদ্ধ মূক-বধিব-অধ্যাপক ডাঃ বেলের নিকট পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার কথার জড়তা দূর হইল, এমন কি তিনি স্বাভাবিক লোকের ন্যায় অত্যন্ত কোমল ও স্পষ্টরূপে কথা বলিতে সক্ষম হইলেন। পরে তিনি তত্রত্য বিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহে "বধিরদিগকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক" এই সম্বন্ধে নানা প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে আমেরিকার অনেক স্কুলেই সাঙ্কেতিক নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহার সেই প্রবন্ধগুলি স্কুল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মৌখিক নিয়মে (Oral Method) অধ্যাপনা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৬৯ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে "একটী বালকের গল্প" ও "গুপ্ত গৃহ হইতে শব্দ" নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ দুইখানি পুস্তকই সাধারণের নিকট অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্ক সহরের একজন বিখ্যাত বারিষ্টারের

সহিত কুমারী সিয়ারিংয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে তিনি আরও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রমে বিবাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এক্ষণে তিনি চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুসারে সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছেন।

মিঃ জুলেস্ মিবার্ট্।

(MR. JULES MIBERT.)

মিঃ মিবার্ট্ ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লেরমণ্ট্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়সে প্যারিসের বধির-বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়; অল্পদিন মধ্যেই তিনি লেখা পড়ায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। কথা বলিবার ও বুঝিবার ক্ষমতার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। মিঃ মিবার্টের কেবল সাহিত্য বিষয়েই অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তেমন মনো-নিবেশ করিতেন না। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস জন্মে, ক্রমে তিনি জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। ফ্রান্সের রাজা ১০ম চার্লস্ তাঁহার একটী কবিতা পাঠে আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটী রৌপ্য পদক উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি তত্রত্য লিয়ন্স্ সাহেবের বধির-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হন, এবং ফ্রান্সের বধিরদিগের উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষা-সমিতি গঠিত করিয়া তাহাদের অশেষ উপকার সাধন করেন, বর্ত্তমান সময়েও এই সমিতি দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই সেখানকার সম্রাজ্ঞী ইউজিন (Empress Eugine.) মিঃ মিবার্টের অসাধারণ শ্রম ও আত্মোৎসর্গের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মূর্ত্তি

অঙ্কিত বহুমূল্য একটা স্বর্ণপদক উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

মিঃ টমাস্ ডেভিড্‌সন।

(MR. THOMAS DAVIDSON.

মিঃ টমাস্ ডেভিড্‌সন লণ্ডন নগরের অধিবাসী। তিনি জন্ম-বধির।

পিতা মাতা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হতাশ হন, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে অল্প বয়সে বধির-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ে অন্যান্য সকল বিষয় অপেক্ষা চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তচ্চিত্রিত চিত্রের প্রতি সম্রাট ও রাজন্যবর্গের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। জার্ম্মণির সম্রাট তদঙ্কিত "ট্রেফেলগার যুদ্ধক্ষেত্রে নেল্‌সনের শেষ সঙ্কেত দর্শন" (Nelson's Last Signal at Trafalgar) নামক চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং ঐ চিত্রখানি বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া কিল (Kiel) নগরস্থ চিত্রশালায় উপহার প্রদান করেন। মিঃ ডেবিড্‌সন আরও অনেক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিখ্যাত লোক বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন।

মিঃ এ, হ্যাভষ্টেড্‌।

(MR. A. HAVSTAD)

নরওয়ের অন্তঃপাতী সাউদাউ নামক স্থানে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে হ্যাভ-

ষ্টেড্‌ সাহেবের জন্ম হয়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বধিরগণের ন্যায় বাল্যকালেই কঠিন রোগে তাঁহার শ্রবণ-শক্তি লুপ্ত হয়। তিনি ১৮৬০খৃঃ অব্দে নরওয়ের রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানা নগরের বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিদ্যালয়ে উত্তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বি,এ, (B. A.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার কথা কহিবার ও বুঝিবার শক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপে

বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মিঃ হ্যাভষ্টেড্ লাটীন, গ্রীক, ফরাসী ও জার্ম্মাণভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তিনি ক্রিশ্চিয়ানার বধির-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এখানে বালকদিগকে নরওয়ে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়ার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিক্ষা নৈপুণ্য গুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি তত্রত্য ছাত্র ও শিক্ষকদিগের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে হোম আফিসে একটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সাড়ে চার বৎসর কাল ঐ কার্য্য করেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যপটুতা বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে অধিকতর উচ্চপদে উন্নীত করিয়া পার্লামেণ্টের হিসাব বিভাগে বদলী করেন। হোম আফিসে কার্য্য করিবার সময় হইতেই তিনি নানা সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি একখানি সংবাদ পত্রের প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য হইলেও তিনি উহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করেন। এমন কি তিনি সমস্ত ইয়োরোপে বিখ্যাত লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে নরওয়ের শিক্ষিত বধিরগণ তাঁহাদের শিক্ষার উন্নতি সাধন মানসে ক্রিশ্চিয়ানা নগরে একটী শিক্ষা-সমিতি গঠিত করেন। মিঃ হ্যাভষ্টেড্ বহুদিন পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতি তৎপরে সভাপতি থাকিয়া ঐ সমিতির বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ক্রমশঃ নানা প্রকার গুরুতর কার্য্যে জড়িত হওয়ায় পাছে সমিতির কার্য্যের কোন প্রকার বিঘ্ন হয় এই ভাবিয়া তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে ও যত্নে বধিরদিগের

ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ ক্রিশ্চিয়ানা নগরে একটী বৃহৎ মনোরম ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বেও নরওয়ে দেশে বধির-শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিলনা, গবর্ণমেণ্টও তজ্জন্য বিশেষ কোন সহায়তা করেন নাই। মিঃ হ্যাভষ্টেড্ নানা সংবাদপত্রে বধির-শিক্ষার আবশ্যকতা ও তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক নীতিপূর্ণ ও তেজস্বী প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার চেষ্টা শীঘ্রই ফলবতী হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক দরিদ্র বধিরের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন, এবং লোক সাধারণকে আপন আপন বধির সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক এই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্ট বধিরদিগের শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার উপায় বিধান করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নরওয়ে রাজ্যে বধির-শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মিঃ হ্যাভষ্টেড্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স্, বেল্‌জিয়ম্, হলেণ্ড্ জার্ম্মণি, ডেনমার্ক্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হন। তিনি ঐ সমস্ত দেশের শিক্ষা-প্রণালী অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান। উহাতে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় নরওয়ে রাজ্যের শিক্ষার অঙ্গহীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট বধির-শিক্ষার ক্রমোন্নতি সাধন করিতেছেন। মিঃ হ্যাভষ্টেড্ বর্ত্তমান সময়ে পার্লামেণ্টের হিসাব বিভাগে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতার বিখ্যাত বসু বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্র জন্ম-বধির। পিতা মাতার বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। পিতা স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্তই প্রায় বৃথা হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সত্যেন্দ্র কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই কোন কারণে দীর্ঘকাল তাঁহার পড়া

বন্ধ থাকে। প্রায় দুই বৎসর পরে আবার তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই রীতিমত তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি পাঁচ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। স্বাভাবিক লোকের ন্যায় অন্যের কথা বুঝিতে ও অনর্গল কথা কহিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। তাঁহার স্বর অতিশয়

কোমল এবং স্বাভাবিক, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া হঠাৎ কেহ তাঁহাকে বধির বলিয়া মনে করিতে পারেন না। কোন প্রকার ব্যবসা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। সেই সময়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাঠ্যের তৃতীয় শ্রেণীর বই পড়িতেন। সত্যেন্দ্র দুই বৎসর কাল কোন এক আলোক চিত্রকরের (ফটোগ্রাফার) দোকানে কাজ শিক্ষা করিয়া বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষার মানসে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট চিত্র-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। এদিকে বাড়ীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন। ভাষায় ক প্রকার দখল হইয়াছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি চিঠির অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার,
মহাশয় সমীপে।

শ্রীচরণেষু।

আপনার একখানি পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমরা এখানে আসিয়া সকলেই ভাল আছি, তবে আমার শরীর খুবই ভাল হইয়াছে। এখানে দেখিবার অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। আমরা সম্ভবতঃ সপ্তাহ কাল মধ্যেই কলিকাতা যাইব। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখানকার বিস্তারিত সংবাদ কহিব। পত্রোত্তরে আপনাদের সকলের কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩। কাশী।

সেবক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত।

ভারতের প্রধান সার্ভে জেনারেল আফিসের সহকারী সার্ভেয়ার জেনারেল সাহেব লিখিয়াছিলেন "রাখালের কাজে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি, আশা করি অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন ভাল ড্রেফ্‌ট্‌সম্যান হইতে পারিবেন।" একটী বধিরের পক্ষে এপ্রকার উন্নতি বিশেষ প্রশংসার কথা স্বীকার করিতে হইবে। রাখাল জন্ম-বধির. ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত মেড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এদেশে ইহাঁদের শিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

পিতা মাতার গলগ্রহ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া অতি ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন করিতেন। কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাখালকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। তিনি ৬ বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া লেখাপড়া, চিত্র অঙ্কন এবং কাঠে খোদাইর কাজ শিক্ষা করেন। বয়সের আধিক্যতা-হেতু তাঁহাকে অন্যান্যের ন্যায় পরিষ্কার ভাবে কথা বলাইবার তেমন যত্ন

লওয়া হয় নাই, কারণ সুস্পষ্ট ভাবে কথন-শিক্ষা অনেক সময় সাপেক্ষ। এই বয়সে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে রাখা অসম্ভব মনে করিয়া সেদিকে শিক্ষকগণ তেমন মনোযোগ দেন নাই। তবে তিনি সামান্য অস্পষ্ট ভাবে কথা কহিতে ও লিখিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে এবং অন্যের কথা বুঝিতে পারেন। চিত্র অঙ্কনের প্রতি তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল, বিদ্যালয়ে অনেক সময় ঐ কাজে অতিবাহিত করিতেন, এবং তাহাতেই রাখাল যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কোন কোন প্রদর্শনীতে স্বীয় অঙ্কিত চিত্র* প্রেরণ করিয়া রৌপ্যপদক ও প্রশাংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরার মহারাজা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পরলোকগত মাননীয় সার জন উডবরণ্ এবং আরও অনেক লোকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া অনেক টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ১৯০০খৃঃ অব্দে সার্ভে জেনারেল অফিসে শিক্ষানবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হন, অল্পদিন মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটা স্থায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়েও রাখাল ঐ আফিসে উদ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গের প্রিয়পাত্র হইয়া কার্য্য চালাইতেছেন।

---

* দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার মনোহর চিত্রের সৌন্দর্য্য পাঠকগণকে উপভোগ করাইতে পারিলাম না। কারণ সেই সকল চিত্রের ফটো হইতে ছবি প্রস্তুত করিলে মূলচিত্রের সৌন্দর্য্য যথাযথ প্রতিফলিত হইবে না।

শ্রীমৌলিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মৌলিভূষণ কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তাঁহার শ্রবণ-শক্তি লুপ্ত হয়। ইনি কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ের এক-

জন ছাত্র। এখন তাঁহার বয়স ১৩ তের বৎসর। বাল্যকালেই তিনি ঐ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নানাপ্রকার রোগ যন্ত্রণায় অনেক সময়েই তাঁহার পাঠের অত্যন্ত বিঘ্ন হইয়াছে। মৌলিভূষণের লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা ও একাগ্রতা নিতান্তই প্রশংসনীয়। এই সময় মধ্যে তিনি সাধারণের ন্যায় অন্যান্যের সহিত রীতিমত কথা কহিতে ও বুঝিতে পারেন। তাঁহার স্বর অতিশয় কোমল ও স্বাভাবিক। লেখা পড়া শিখিবার একাগ্রতা ও যত্ন দেখিয়া মনে হয় কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটিলে মৌলিভূষণ সময়ে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন। কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যা-লয়ের ভিত্তি-স্থাপনোপলক্ষে তিনি নিম্নলিখিত কথা গুলি অতি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া দর্শক মণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটী ১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের এত গুলি কথা বলা বিস্ময়ের কথা নয় কি? ছোটলাট সাহেব বালকের এই

প্রকার শিক্ষা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন।

"আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুর আমাদের স্কুলের ভিত্তি-স্থাপন করিবেন। আমরা বড়ই দুঃখী, তাই আমাদের উপর তাঁহার এত দয়া। আমরা কালা; পূর্ব্বে কোন কথাই বলিতে পারিতাম না, এই স্কুলে আসিয়া আমরা কথা কহিতে শিখিয়াছি। এখন আমরা লিখিতে পারি, পড়িতে পারি, অন্যের কথা বুঝিতে পারি;—আমাদের মনে কত আনন্দ। আমাদের স্কুলের একটী ছেলে এখন সার্ভে আফিসে চাকুরি করিতেছে, কি সুখের কথা! আমরাও বড় হইয়া চাকুরি করিব। শুনিয়াছি, এই বাঙ্গলাদেশে সত্তর হাজার কালা-বোবা আছে। এই স্কুল না হইলে আমাদের আর উপায় ছিল না। এই স্কুলের সভাপতি শ্রীযুক্ত বোল্টন্ সাহেব আমাদের জন্য কত করিতেছেন! আপনারা সকলেই যথেষ্ট করিতেছেন। সেই জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি। আজ শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুর আসিয়া কত দয়া দেখাইলেন! তাঁহাকে আমরা সকলে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এবং আপনাদের দয়া চিরদিন মনে থাকিবে।"

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

নলিনীকান্ত খুলনার অন্তর্গত গোটাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালে কঠিন পীড়ায় তাহার শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়। ১৮৯৮খৃঃ অব্দে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কলিকাতা-মূক-বধির-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমান সময়েও তিনি ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। লেখা পড়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। বয়সের আধিক্য হেতু কথা খুব পরিষ্কার হয় নাই বটে কিন্তু অতি সামান্য

অস্পষ্ট ভাবে অন্যান্যের সহিত রীতিমত কথা কহিতে পারেন এবং সকলের নিকটে যথাযোগ্য শুদ্ধ ভাবে পত্রাদি লিখিতে পারেন। নলিনী-কান্ত অঙ্ক বিষয়ে যেপ্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই প্রশংসার্হ। তিনি জমাওয়াশীল, সুদকষা ইত্যাদি জটিল অঙ্কগুলি যে প্রকার অল্প সময়ে ও অক্লেশে সুসম্পাদিত করেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অঙ্ক কষিবার মধ্যে ইঁহার আর একটী বিশেষত্ব এই, স্বতন্ত্র ভাবে লিখিয়া বা হাতের কর গণনা না করিয়া কেবল মনে মনে বড় বড় যোগ বিয়োগ করিয়া আবশ্যকীয় অঙ্কগুলি বসাইয়া থাকেন। ছয় মাস গত হইল নলিনীকান্ত কলিকাতার কোন এক বিখ্যাত জুয়েলারের দোকানে কাজ শিক্ষা করিবার জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছেন, বিদ্যালয়ের পাঠের পরে প্রতিদিন ২।১ ঘণ্টা মাত্র তথায় কাজ শিক্ষা করেন। এই অল্প সময় মধ্যে তিনি উক্ত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। দোকানের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন,—

"এই সময় মধ্যে নলিনীকান্ত যে প্রকার সুন্দর কাজ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা একজন স্বাভাবিক লোকের পক্ষেও অসম্ভব। কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে তিনি যে প্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। তাঁহার দ্বারা আমাদের অনেক আবশ্যকীয় কার্য্যের সহায়তা হইতেছে। সময়ে নলিনীকান্ত এই কাজে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।"

বর্ত্তমান সময়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাঠ্যের ৪র্থ শ্রেণীর বইগুলি পড়িতেছেন।

পরিশিষ্ট।

মূক-বধির-অন্ধ।

মুক-বধিরগণ শ্রবণশক্তির অভাবে কথা কহিতে পারে না, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহারা সাধারণের ন্যায় লেখা পড়া শিক্ষা করিতে এবং রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। কিন্তু যাহারা বধির অথচ অন্ধ তাহাদের লেখা পড়া ও কথা কহিতে শিক্ষা করা অসম্ভব বা অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে। বাস্তবিক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষাগুণে তাহারাও আমাদেরই মত কথা বলিতে ও লেখা পড়া শিক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে। আমাদের দেশে ইহা আরব্যোপন্যাসের গল্প বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু সে দেশে ইহা সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বধিরগণ যেমন দৃষ্টি-শক্তি ও স্পর্শ-জ্ঞানের সাহায্যে কথা কহিতে ও ভাষা শিক্ষা করিতে পারে তেমন অন্ধ-বধির গণও কেবল স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা করে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; সেখানে তাহারা আমাদের মত কথা কহিয়া ও লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া জীবনে অসীম উন্নতিসাধন করিতেছে। অন্ধ-বধিরকে কথা বলা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং সময় সাপেক্ষ। কথোপকথন কালে ইহারা বক্তার ওষ্ঠে ও কণ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কথা বুঝিয়া থাকে।

কুমারী উইলি এলিজাবেথ্ রবিন্।

(MISS WILLIE ELIZABETH ROBBIN.)

কুমারী উইলি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, ভাগ্য দোষে অন্ধ ও বধির। কিন্তু শিক্ষাগুণে তিনি এখন অসাধারণ রমণী বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। উইলি ১৮৯১ খৃঃ

অব্দে বোষ্টন নগরের পার্কিন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে মূক-বধির অথচ অন্ধ ব্যক্তিদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বাল্যকালে উইলি নিতান্তই অশিষ্ট ও অশান্ত ছিলেন, কিন্তু ছয় মাস মধ্যেই তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি এক বৎসরে প্রায় ৭০০ শত শব্দ অতি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং অতি শান্ত ও সুশীলা বালিকা বলিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে ৩।৪ বৎসর মধ্যেই লেখা পড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে এবং আবশ্যকানুসারে পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহার সেই সময়কার একখানি চিঠি বঙ্গানুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

DEAR MAMMA,

Why did you not write to me? What was my sister's name that died? I just received a letter from you and was pleased with it. Thank you for sending Robert's picture and my teacher thinks it is very cunning. How old is Robert? Please write a letter and write it long and tell me what you are doing. Did you forget how to talk with your fingers? I have been talking with my mouth very much all the time. My teacher will write to you very soon. I woul like to have you live in Boston near me with my sisters and brothers and papa. There are twenty-five girls in the School. A lady who came here little while ago, gave me a new doll and it can shut its eyes. I would like to have my sisters write to me again. I will write to my papa soon. Please tell the little girls I am coming next summer. I send my love to them.

JAMAICA PLAIN,
Sept. 27, 1894.

Good bye, from your little girl,
WILLIE.

প্রিয় মা,—আমার নিকট পত্র লিখেন নাই কেন? আমার যে ভগ্নীর মৃত্যু হয়েছে তাহার নাম কি? এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। রবার্টের ছবি পাঠাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে

ধন্যবাদ দিতেছি। আমার শিক্ষক তাহাকে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। রবার্টের বয়স কত? আপনি কি করিতেছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া জানাইবেন, পত্র যেন বড় হয়। অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কিরূপে কথা বলিতে হয় তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি সকল সময়েই মুখে কথা বলিয়া থাকি। আমার শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই আপনাকে পত্র লিখিবেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার ভাই ভগ্নীগণ ও বাবার সহিত বোষ্টন নগরে বাস করেন। আমি যে স্থানে আছি সেই স্থান তাহার নিকটবর্ত্তী। আমাদের বিদ্যালয়ে ২৫ জন বালিকা আছে। একজন ভদ্র মহিলা কিছুকাল গত হইল এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি আমাকে একটা পুতুল দিয়াছেন, ইহা চক্ষু মুদিতে পারে। আমার ভগ্নীগণ যেন আবার আমার নিকট পত্র লিখে। বাবার নিকট শীঘ্রই পত্র লিখিব। বালিকাদিগকে বলিবেন আগামী গ্রীষ্মকালে আমি (বাটী) যাইব। তাহাদিগকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। এক্ষণে বিদায়।

জেমাইকা প্লেন।
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

আপনার ছোট মেয়ে—
উইলি।

কুমারী উইলি বর্ত্তমান সময়েও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি এখন ইংরাজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তদ্‌বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান-পূর্ণ সমালোচনা দেখিলে তাঁহার বিদ্যার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস, প্রাণী বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় গুলিতেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং লাটীন ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সূচীকার্য্যে যোগ্যতা রমণী সমাজে সুদুর্লভ।

মিঃ টমাস্ ষ্ট্রিঞ্জার্।

(MR. THOMAS STRINGER.)

টমাস্ ষ্ট্রিঞ্জার ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। টমাস্ জন্মাবধিই বধির

এবং অন্ধ। বাল্যকালে নানাপ্রকার দুরারোগ্য কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহুদিনের চিকিৎসায় টমাস্ আরোগ্য লাভ করেন বটে

কিন্তু চলিতে ফিরিতে পারিতেন না, মাংসপিণ্ডবৎ একস্থানে বসিয়া থাকিতেন। এই সময়ে কোন এক সদাশয় ভদ্রলোক তাঁহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে বোষ্টন নগরের পার্কিন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকগণের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় অল্পকাল মধ্যে যেমন তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল তেমন বুদ্ধিবৃত্তি গুলিরও স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান সময়ে তিনি বিদ্যালয়ে একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। প্রথমে তাঁহাকে কেবল অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা তৎপরে দ্রব্যাদিতে হস্ত স্পর্শ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। টমাস্ প্রায় তিন বৎসর মধ্যে যদিও অনেক কথা শিখিয়াছিলেন কিন্তু পড়ার দিকে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় নাই। অতঃপর তাঁহার লেখা পড়া শিখিতে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে এবং ক্রমে বহুশব্দ এবং তৎপর ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন। স্কুলের পদ্ধতি অনুসারে টমাস্ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানে তিনি যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয়গুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। টমাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত সৎসাহসী ও নীচ প্রবৃত্তিশূন্য।

যদি টমাস্ স্কুলে না আসিতেন তবে হায়! তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না হইত। তাঁহাকে চিরজীবন অজ্ঞ থাকিয়া লোকালয়ে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনযাপন করিতে হইত। কিন্তু ভগবানের দয়ায় আজ তিনি একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন।

মিঃ হফ্‌গার্ড কুমারী রেন্‌হিল্ড্‌ কাটাকে পড়াইতেছেন

কুমারী রেন্‌হিল্ড্‌ কাটা।
(MISS RAGNHILD KAATA.)

কুমারী রেন্‌হিল্ড্‌ কাটা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালে তাঁহার শ্রবণ ও দর্শনশক্তি বিনষ্ট হয়। অর্থাভাবে ১৩½ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারেন নাই। হারমার-বধির ও অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ ই, হফ্‌গার্ড কুমারী রেন্‌হিল্ডের দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজব্যয়ে তাঁহাকে আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি বেশ কথা বলিতে, লেখা পড়া শিখিতে ও অন্যান্য শিল্প কাজে বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নরওয়ে ও সুইডেনের সম্রাট্‌ ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, কুমারী কাটার শিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষকদের অনেক প্রশংসা করেন এবং কুমারীর আরও উন্নতির আশায় তাঁহার পিতামাতাকে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

কুমারী হেলেন কেলার।
(MISS HELLEN KELLER.)

হেলেন কেলার ১৮৮০খৃঃ অব্দের ২৭শে জুলাই আমেরিকার অন্তর্গত এলাবামা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হেলেন অতি সুন্দরী, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে হেলেন রমণীকুলের আদর্শ স্থানীয়া হইবেন এই আশায় পিতা মাতা কত যত্নে তাঁহাকে লালন পালন করিতেছিলেন; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় তাঁহাদের সে আশা প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় শীঘ্রই শুকাইয়া গেল। ১৮মাস বয়সের সময় কঠিন পীড়ায় তিনি অন্ধ ও বধির হইলেন।

কুমারী হেলেন্ কেলার

Mohila Press, 36, Pataldanga St., Calcutta.

পিতা মাতা মনে মনে যে উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাতে নৈরাশ হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হন নাই। হেলেনের পিতা সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন, আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় ৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত হেলেনকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন নাই। অতঃপর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বোষ্টন নগরের অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। হেলেনের রূপ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর বলিয়া সকল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর মন আকর্ষণ করিয়াছিল, বিশেষতঃ স্কুলের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী কুমারী এ, এম্, সুলিভান হেলেনের শিক্ষা-কার্য্যে আপনার সমুদয় শক্তি ও সময় উৎসর্গ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি হেলেনের অসাধারণ মানসিক তেজ ও শক্তির পরিচয় পাইলেন। হেলেন তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই অনেক কথা লিখিতে ও বলিতে শিখিলেন। ক্রমে অপরের কথাও তিনি বুঝিতে লাগিলেন। হেলেন ১০ বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা ইন্দ্রিয় সম্পন্ন লোকের মধ্যেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পুস্তক পাঠে তাঁহার অতিশয় একাগ্রতা ছিল তিনি সাহিত্য ব্যতীত কাশের অন্যান্য বিষয়গুলিও রীতিমত শিক্ষা করিতে অবহেলা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লাটীন, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়িতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন ; কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইবার জন্য উহা পড়িতে বাধ্য হইতেন। যদিও উহাতে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত না কিন্তু তিনি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে বীজগণিতের কঠিন আঁক ও জ্যামিতির অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে

হেলেন উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হন; তদনুসারে ঐ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া হারভার্ট ইউনিভারসিটির কলেজে পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এখানেই পাঠকগণ হেলেনের বিদ্যার কিছু পরিচয় পাইবেন। হারভার্ট ইউনিভারসিটীর কলেজে প্রবেশ করিতে অধিকার পাওয়া বড় সুকঠিন। কারণ কলেজে প্রবেশকালে কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেকের একটা পরীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া কেহ সেখানে যাইতে সাহসী হয় না। যথাসময়ে ঐ কলেজের নিয়মানুসারে হেলেনের পরীক্ষা গৃহীত হইল। হেলেন সমস্ত বিষয়-গুলির পরীক্ষায়ই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণা হইলেন, বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ যশস্বিনী হইলেন, বিশেষ কথা এই ইংরাজী সাহিত্যের উত্তরে একটাও ভূল ছিল না। অন্য বিষয়গুলির উত্তরও অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছিল। হেলেন এখনও ঐ কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি,এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার সেই শিক্ষয়িত্রীই সর্ব্বদা হেলেনের সঙ্গে থাকিয়া অধ্যাপক দিগের পাঠ বলিয়া দেন। ক্লাশে বসিয়া হেলেন অধ্যাপকের কোন কথাই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু অধ্যাপকের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিক্ষয়িত্রী হেলেনের হস্তে সাঙ্কেতিক উপায়ে ঐ পড়া লিখিয়া বুঝাইয়া থাকেন; কাজেই তাঁহার কোন অসুবিধা হয় না। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিনিও অধ্যা-পকদিগের পাঠ বুঝিয়া থাকেন।

হেলেন লেখাপড়া ও অন্যান্য বিষয়ে কি প্রকার উন্নতিলাভ করিয়া-ছেন, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গল্প শেষ করিতেছি।

হেলেন প্রতিদিন নিজের ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন,—তাঁহার ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ২৩এ অক্টোবরের ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ইহাতেই দেখিবেন, হেলেনের ইংরাজী ভাষায় কেমন দখল এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোকেরা ইহার ভাষা কেমন মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নে বাঙ্গলা ভাবার্থ দেওয়া হইল বটে কিন্তু ইংরাজী বাক্য বিন্যাসের মধুরতা বাঙ্গলার অনুবাদে কিছুই রহিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

"This century - the wonderful nineteenth century—is nearing its end, and right in front of us stands the closed gate of the new century on which, in letters of light, God had written these words. "Here is the way to wisdom, virtue and happiness" What do you think this means, diary? Shall I tell you what this means? Why, these words written on the gate of the new century are a prophecy. They tell that in the beautiful sometime all wrong will be made right, and all the sorrows of life will find their fulfilment in perfect happiness. Do you not see now, diary, that the noblest dreams of greatest and wisest men are to be realities of the future? So we must look forward to this grand sometime. We must trust in God sincerely : we must not doubt Him because of the great mystery of pain and sin and death. Hope is our privilege and our duty ; for hope is the sweet content that grows out of trust and pefect happiness. Bless you, diary! I have been preaching you quite a sermon, and it is not Sunday, either. I hope you have not been asleep in your pew. That would be so ill-mannered, and very unkind, too ; for I have been speaking to you out of my heart."

বাঙ্গলা ভাবার্থ।

"ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হইতে চলিল। আমাদের সম্মুখেই নূতন শতাব্দীর রুদ্ধ দ্বার রহিয়াছে। ঐ দরজার উপরে ভগবান উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন "ইহা জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং শান্তির পথ"। হে ডায়েরী!

বল দেখি এই শব্দ কয়টার অর্থ কি? আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব? কেন, ইহা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। ইহার ভাব এই যে, ভবিষ্যতে এমন এক সুখের সময় আসিবে যখন সকল অমঙ্গল মঙ্গলে পূর্ণ হইবে। ডায়েরী, তুমি কি এখন বুঝিতে পারিতেছনা যে, সাধু মহাজনদিগের স্বপ্নগুলি এক সময়ে সত্য হইবে? অতএব আমরা এই ভবিষ্যতের শান্তিময় সময়ের অপেক্ষায় থাকিব। আমরা সরল ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিব। ক্লেশ, পাপ এবং মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি না বলিয়া আমরা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিব না। ভবিষ্যতে শান্তির আশা করা আমাদের একটা উচ্চ অধিকার। বিশ্বাস এবং শান্তি হইতেই এই আশার উৎপত্তি। ডায়েরী! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, আমি তোমার নিকট এক বিস্তৃত ধর্ম্মের বক্তৃতা করিলাম। আজ রবিবারও নয়। আশা করি তুমি তোমার স্থানে বসিয়া ঘুমাও নাই। সেইটা বড়ই অভদ্রোচিত এবং নিদয়ের ন্যায় ব্যবহার হইত; কারণ আমি তোমাকে নিতান্ত আগ্রহের সহিত প্রাণের কথাগুলি বলিতেছিলাম।"

হেলেন যে কেবল ভাল লিখিতে পড়িতে এবং কথা কহিতে পারেন এমন নয়। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফিলেডেলফিয়া নগরে প্রকাশ্য সভায় এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহা দূরে থাকিয়া শ্রোতাগণ পরিষ্কার বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নে কেবল বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"এ সংসারে মূক-বধিরগণ যে কি ভীষণ অবস্থায় জীবন যাপন করে, তাহা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; সে দুঃখের কথা মনে করিলেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। মূক-বধিরদিগের যদি শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না হইত তবে আজ আমাদের কি-ই-না দুর্গতি হইত! হায়! এখনো কত দেশে মূক-বধিরদিগের শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। হায়! তাহাদের কি দুর্দ্দশা! মনুষ্য জীবন লাভ তাহাদের পক্ষে বৃথা

হইয়াছে। তাহারা সংসারে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়া, পশুর ন্যায় অতি ঘৃণিত ভাবে দেহ ধারণ করিতেছে। ভগবান কি তাহাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? আমি যখন বোবা ছিলাম, সে সময়কার কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন আমি কতই কষ্টে জীবন কাটাইতাম। লোকে আমাকে কতই না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিত। আমিও আপনাকে অপর লোক অপেক্ষা কতই না হীন মনে করিতাম। কিন্তু এখন আমার সে দুঃখ নাই; কারণ আমি এখন আর দশজনের ন্যায় কথা কহিতে, লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি। অনেকে মনে করেন, বোবাদের কথা কহিবার কোনও প্রয়োজন নাই, লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, এমন শিক্ষা পাইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল। কারণ তাহারা নিজের কানে নিজের কথা কখনই শুনিতে পায় না এবং তাহা-দিগের কণ্ঠস্বর বড়ই কর্কশ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ রীতিমত কথা কহিতে শিখিতে তাহাদের অনেক সময় লাগে, লোকে এই প্রকার নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া কালা বোবাদের শিক্ষার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক এ সকল মত নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। কারণ আমার পূর্ব্বকার অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখি-তেছি যে, আমি এখন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছি, সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি প্রাণে এখন এক অপূর্ব্ব প্রীতিলাভ করি। অতএব প্রত্যেক কালা বোবাকেই লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিতে শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বত্র যাহাতে বধিরদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই সাধ্যমত যত্ন করা বিধেয়।”

হেলেনের চরিত্রের একটা মহৎ গুণ এই যে, পরের দুঃখের কথা শুনিলে তিনি যথাসাধ্য দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার স্কুলের অনেক বালক বালিকার অনেক সময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন।

হেলেন একদিন শুনিলেন টম নামে একটী অন্ধ ও মূক-বধির বালক অর্থাভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতেছে না। টমের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। এই সংবাদে হেলেনের কোমলপ্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, এবং কি উপায়ে টমের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। হেলেনের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া জনৈক ভদ্রলোক টমের এক বৎসরের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু হেলেন ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বৎসরান্তে তাহার পড়ার কি বন্দোবস্ত হইবে এজন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইলেন। হেলেন প্রতিদিন উপাসনাকালে টমের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হেলেনের একটা অত্যন্ত সুন্দর কুকুর ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন কুকুরটী বাহিরে গেলে একজন লোক উহাকে মারিয়া ফেলে, হেলেন তাঁহার প্রিয় কুকুরটীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং প্রতিদিন উহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হেলেনের দুঃখ দেখিয়া অনেকের প্রাণে বড়ই দয়া হইল, তাঁহারা তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া চাঁদা সংগ্রহের আশায় কোন সংবাদপত্রে একথা প্রচার করিলেন। ইহাতে হেলেনকে একটা কুকুর কিনিয়া দিবার জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হইল। হেলেনকে আর একটা কুকুর কিনিয়া দিবার প্রস্তাবে তিনি উহার পরিবর্ত্তে টমের সাহায্যার্থে এই টাকা ব্যয় হউক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। সকলের অবগতির জন্য তাঁহার এই অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। হেলেনের এই প্রকার পরোপকারেচ্ছার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অনেকেই টমের সাহায্যের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও বধির।

অনেক দিন হইল ইয়োরোপে মূক-বধির শিক্ষার প্রচলন হইলেও ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব সময়েই এই শিক্ষার অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে ইহা একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। তিনি বধিরদিগের বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দয়া ও ভালবাসার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, আমরা তন্মধ্যে একটা মাত্র উল্লেখ করিলাম।

উইলিয়ম গ্রোভস্ নামে জনৈক ভদ্রলোক ইংলণ্ডের অধীনস্থ ওয়াইট্ দ্বীপের হুইপিংহাম্ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি উক্ত গ্রামে পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তাঁহার একটী বধির কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহাঁর নাম এলিজাবেথ। ইহাঁদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই অস্বচ্ছল ছিল, এই জন্য তাঁহারা কন্যাটার শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ওয়াইট দ্বীপের নিজ-প্রাসাদে অবস্থান কালে কোন ঘটনা বশতঃ এই

নিরুপায় বালিকার অবস্থা মহারাণীর কর্ণগোচর হয়। তিনি এই সংবাদে সাতিশয় দুঃখিতা ও ব্যথিতা হইলেন এবং এলিজাবেথের শিক্ষা-ভার গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে লণ্ডনের কেণ্টরোড্‌বধির-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে তিনি সাঙ্কেতিক প্রণালী অবলম্বনে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যে তিনি লেখা পড়ায় বিশেষতঃ নানাবিধ সূক্ষ্ম সূচী কর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। মহারাণী সর্ব্বদাই এলিজাবেথের সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার আবশ্যকানুসারে সকল অভাব পূরণ করিতেন। মহারাণী ঐ বালিকা নির্ম্মিত মোজা দস্তানা ইত্যাদি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বয়ং ব্যবহার করিতেন এবং পারিবারস্থ বালক বালিকাদিগকে ব্যবহার করাইতেন। কখনও বা উহা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর ৩১ বৎসর বয়সে ব্রিক্‌স্‌টনের জনৈক ব্যবসায়ীর সহিত এলিজাবেথের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা অতি সুখ-শান্তিতে দিন যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় তাঁহাদের সে সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অতঃপর এলিজাবেথ কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তা হইলেন। মহারাণী এই ভয়ানক পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিজ ব্যয়ে তাঁহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি প্রায়ই রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা এলিজাবেথের যন্ত্রনার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় ও নানারূপ চিকিৎসা সকলই নিষ্ফল হইল। উত্তরোত্তর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া জীবন ক্ষয় হইতে লাগিল। এলিজাবেথ তাঁহার মনে নিদারুণ আঘাত দিয়া ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১২ই মার্চ্চ মানব-লীলা সম্বরণ করেন।